মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২২ ঈসায়ী
সফর-রবি:আউ: ১৪৪৪ হিজরী
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৯ বাংলা

বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদ, ইংল্যাণ্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব

৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর	২০২২ ঈসায়ী
সফর-রবিঃ আউয়াল	১৪৪৪ হিজরী
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا – ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
- আসহাবুল আইকার পরিণাম ও আমাদের শিক্ষা.....০৩
  হাফেজ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী

দারসুল হাদীস
- বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ.....০৭
  শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়
- ইন্টারনেট ব্যবহারে সুফল-কুফল.....০৯

প্রবন্ধ :
- দা'ওয়াহ এর পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা.....১০
  ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনে ফিরে আসবে:.....১৫
  শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষন্নতা ১৮
  মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
- দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা.....২০
  শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক্ব
- আত্মহত্যার কারণ ও প্রতিকার.....২৩
  মো: আব্দুল্লাহ আইউব
- মানব দেহের বিভিন্ন উপাদানের রহস্য.....২৭
  মোঃ হারুনুর রশিদ
- স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা.....৩২
  সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
- ইসলামী অর্থনীতির প্রথম পাঠ.....৩৫
  তাওহীদুল ইসলাম
- কিসের জন্মদিন! কিসের উইশ!.....৩৯
  রায়হান কবির
- গালিগালাজ করাই যেন স্টাইল!.....৪০
  সিয়াম হোসেন
- কবিতার সমাহার.....৪২
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৪

দারসুল কুরআন/مدروس القرآن

আসহাবুল আইকার পরিণাম ও আমাদের শিক্ষা

হাফেজ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী*

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ○ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ○ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ○ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ○ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

অনুবাদ: আইকার অধিবাসীরা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। যখন শু'আইব (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে বলেছিলেন- 'তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আমি তোমাদের জন্য (প্রেরিত) বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর। এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো রয়েছে একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট। মাপে পূর্ণ মাত্রায় দাও আর যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। মানুষকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না। আর পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না এবং ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বংশাবলীকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল- 'তুমি তো কেবল যাদুগ্রস্থদের একজন। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বলে আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

শব্দের ব্যাখ্যা:

الأيكة। মুফাসসিরগণ এ শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক অর্থ বলেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, غيضة شجر (গাছের ঝোপ)[২] এবং তাফসীর ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, شجر ملتف ঝোপের মত প্যাঁচানো গাছ এবং লোকেরা তার পূজা করত)[৩]।

المرسلين (রাসূলগণ) এখানে বহুবচন ব্যবহারের কারণ হল সকল নাবী ও রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয় একই আর তা হল তাওহীদের দিকে আহ্বান। তাই কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করা সকল রাসূলকে অমান্য করার নামান্তর।

الجبلة (পূর্বপুরুষ)

আসহাবুল আইকার পরিচয়:

যারা বন জঙ্গলের ঝোপে বসবাস করত তাদেরকে আসহাবুল আইকাহ বলা হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা ছিল মাদায়েনে বসবাসরত এক জাতি। আল্লাহ তাদের কাছে শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কুরআনে সূরা হিজরের ৭৮, সূরা শু'আরার ১৭৬, সূরা ছদের ১৫ এবং সূরা ক্বফের ১৪ নং আয়াতে মোট চারটি স্থানে সরাসরি আসহাবুল আইকাহ উপাধী ব্যবহার করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া একাধিক স্থানে শুআ'ইব (আলাইহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ করে তাদের কৃতকর্ম ও পরিণামের বিবরণ এসেছে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হওয়া আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করায় দুনিয়াতেই কঠিন আযাবপ্রাপ্ত এক জাতি। মাদায়েনকে বর্তমান পূর্ব জর্ডান ধরা হয়ে থাকে। লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী সিরিয়া ও হিজাজের সীমান্তবর্তী জনপদ মাদায়েন। বর্তমানে পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর

* সিনিয়র শিক্ষক, মাদরাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
ইমাম, বংশাল আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় বড় জামে মসজিদ
খতীব, টঙ্গী বাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ

[১] সূরা শুআ'রা আয়াত: ১৭৬-১৮৬
[২] তাফসীরে জালালাইন, সূরা হিজর আয়াত: ৭৮
[৩] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা শুআ'রা আয়াত: ১৭৬

'মোআনের' অদূরে অবস্থিত এটি। সউদী আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তাবুক থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরত্বে মরুর পাহাড় কেটে প্রাচীন মানুষ বানিয়েছিল মাদায়েন শহর। এ শহরের স্থাপনাসমূহকে দেশের বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে সউদী আরব। শু'আইবের (আলাইহিস সালাম) স্মৃতিবিজড়িত হাজার হাজার বছরের পুরনো এ শহর আজও প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ বহন করে চলছে। এখানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল পাথরে খোদাই করা প্রাচীন স্থাপনা ও গুহা থেকে বের হওয়ার পথসমূহ। আল আরাবিয়া জানায়, সউদী আরবের আল বাদি এলাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক এ স্থানকে মাদায়েনে শু'আইব, মাদিয়ান ইত্যাদি বলা হয়। গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি এটাকে সবুজ মরুদ্যান নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

অতএব বলা যায়, আসহাবুল আইকাহকে আল্লাহ ধ্বংস করার পরেও তাদের স্মৃতিবিজড়িত নানা নিদর্শন আমাদের জন্য শিক্ষাস্বরূপ রেখে দিয়েছেন।

আসহাবুল আইকাহ'র বৈশিষ্ট্যঃ

কুরআনে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির বেশ কিছু খারাপ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যা তাদের আযাবপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ ছিল। আয়াতের আলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হল।

১. তারা আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছিল। দুনিয়াবি আরাম-আয়েশে ডুবে গিয়েছিল।

২. তারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অস্বীকার করেছিল।

৩. তারা মাপ ও ওজনে কম দিত।

৪. তারা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত।

৫. তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে চৌকি বসিয়ে লোকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করত।

৬. তারা ছিল অকৃতজ্ঞ জাতি। একসময় তারা ছিল অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের অভাবমুক্ত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল) 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে তো স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে, কাজেই মাপ ও ওজন সঠিকভাবে কর, লোকেদেরকে তাদের প্রাপ্য বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করো না, পৃথিবীর সংশোধনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা সত্যিই মু'মিন হয়ে থাক।[৫] অন্যত্র বলেন,

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ () بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ () قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ () قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي

[৪] যুগান্তর, ০৭ অক্টোবর ২০২০

[৫] সূরা আ'রাফ আয়াত: ৮৫-৮৬

وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সত্য ইলাহ নেই, আর মাপে ও ওজনে কম দিও না, আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থাতেই দেখছি। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য শাস্তির আশঙ্কা করছি সে দিনের যেদিন তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে। হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না, আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না। আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই। তারা বলল, 'হে শু'আইব! তোমার ইবাদত কি তোমাকে এই হুকুম দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যার 'ইবাদাত করত আমরা তা পরিত্যাগ করি বা আমাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছে (মাফিক ব্যয় করা) বর্জন করি, তুমি তো দেখছি বড়ই ধৈর্যশীল, ভাল মানুষ। সে বলল, 'হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি আর তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিযক দিয়ে থাকেন (তাহলে আমি কীভাবে তোমাদের অন্যায় কাজের সঙ্গী হতে পারি?), আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করি সেটা তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছায় নয়, আমি তো সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই, আমার কাজের সাফল্য তো আল্লাহরই পক্ষ হতে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, আর তাঁর দিকেই মুখ করি।[৬]

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, আসহাবুল আইকাহ আল্লাহর অবাধ্য এক জাতি ছিল। তাদের বিশেষ দোষ ছিল তারা মাপে ও ওজনে কম করত এবং মানুষদের ধাঁকা দিত। এগুলোই তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

আসহাবুল আইকার পরিণতি:

শু'আইব (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতিকে তাদের অপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক জীবন-যাপনের দিকে বহু আহ্বান করার পরেও সল্প সংখ্যক মানুষ ছাড়া কেউ সাড়া দেয়নি। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা আসমানী আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেন। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী তাদেরকে ঘোর ছায়াতে (অন্ধকার) আবৃত করে ভূমিকম্প দ্বারা সমূলে উৎপাটন করা হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।[৭] তাদের আযাবের ব্যাপারে অন্য স্থানে বলা হয়,

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ () الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾

অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। শু'আইবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শু'আইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হল।[৮]

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর অবাধ্য জাতিকে এভাবেই আযাব প্রদান করে বিশ্ববাসীর জন্য নির্দশন প্রতিষ্ঠা করেন।

আসহাবুল আইকার ঘটনা থেকে শিক্ষা:

শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ এখন আমাদের সমাজের অনেক মানুষের মাঝেই

[৬] *সূরা হুদ আয়াত: ৮৪-৮৮*

[৭] *সূরা শূআ'রা আয়াত: ১৮৯*

[৮] *সূরা আ'রাফ আয়াত: ৯১-৯২*

পরিলক্ষিত হয়। অগণিত মানুষ আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা নব উদ্ভাবনীয় ডিজিটাল পন্থায় ক্রেতাদের ঠকাচ্ছে মাপে ও ওজনে কম দিয়ে এবং আজকাল পাড়া-মহল্লায় কিশোর গ্যাং এবং একদল বিপথগামী তরুণ ও যুবকরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে সাধারণ পথিকদের জোরপূর্বক অস্ত্র ধরে ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করে বেড়াচ্ছে। অবাক করা ব্যাপার হল, এসব কিছুই এখন খুবই সামান্য ও নগন্য মনে করা হচ্ছে। যারা এমন করছে তারাও যেমন উদাসীন ও মামুলি জ্ঞান করছে এবং আমরা ভুক্তভোগীরাও প্রতিকারের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে অনেক সময় হাল ছেড়ে দেই। তাই আসহাবুল আইকাহর করুণ পরিণতি থেকে আমাদের নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে হবে।

❖ কোন অবস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক করা যাবে না।

❖ ওজন ও মাপের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। জেনে-শুনে কখনো যেন কাউকে কিছু প্রদানে ওজনে ঘাটতি না করি।

❖ চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ডাকাতি খুবই জঘন্য অপরাধ। সামাজিকভাবে এসব গর্হিত কাজ দমনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

❖ আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের জন্য অহঙ্কার প্রদর্শন করা যাবে না।

❖ সমাজে এসব অপরাধ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। (নাউযু বিল্লাহ)

অতএব, উল্লিখিত সামাজিক ব্যাধিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মসজিদের মিম্বারে, ওয়াজের ময়দানে, সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে আসহাবুল আইকাহর বৈশিষ্ট্য ও কঠিন আযাবের বর্ণনা দিয়ে আগে নিজে সতর্ক থাকতে হবে এবং জনগণকে সতর্ক করতে হবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমরা এমন এক ক্রান্তিলগ্ন পার করছি যেখানে অনৈতিক কার্যকলাপে চারদিক ছেয়ে গেছে এবং সুন্দর চারিত্রিক ইসলামিক বৈশিষ্ট্য চর্চার পরিবর্তে অনৈসলামিক আচার-আচরণ গ্রহণ করতেই সবাই ব্যস্ত। যার ফলে হালাল-হারামের যাচাই-বাছাই ব্যতীত প্রবৃত্তির অনুসরণ করা আমাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ জন্য আসহাবুল আইকাহর পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। মাপে ও ওজনে কম দেওয়ার অপরাধে আল্লাহ একটা জতিকে ধ্বংস করেছেন অথচ এটা আমাদের কাছে খুব সামান্য কাজ হিসেবে রূপ নিয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক দীনের ওপর থাকার তাওফীক দান করুন এবং যাবতীয় বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করুন। আমীন॥ ❑❑

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রাহী?
তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস** কর্তৃক **প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"**- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ।
আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা:

ফাতাওয়া বিভাগ
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
বিবির বাগিচা ৩ নং গেইট
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।
ই-মেইল:
tarjumanulhadeethbd@gmail.com

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً "

অনুবাদ: আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমি সেরকমই যেরকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গেই থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর সে যদি জন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[৯]

হাদীসের ব্যাখ্যা: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي আমি সেরকমই যেরকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। অর্থাৎ আমি তাই করতে সক্ষম বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা করে যে আমি তার সাথে এ রকমটি করব। আল্লামাহ কিরমানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: হাদীসের এ অংশে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা আল্লাহর কাছে তাঁর ক্ষমার দিকটি প্রাধান্য দিবে তাকে ওয়াদাকৃত শাস্তি প্রদানের ভয়ের চাইতে। আর এটি মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ বান্দা যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হবে তখন আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমার আশা প্রাধান্য দিবে তাঁর শাস্তির ভয়ের চাইতে। একথার সমর্থন রয়েছে সহীহ মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে,

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ.

আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ না করে কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে। তবে সাধারণভাবে সর্বদাই আল্লাহর শাস্তির ভয়কে প্রাধান্য দিবে। আল্লামা কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: 'আমি আমার বান্দার ধারণার মতই' এর অর্থ হলো, বান্দা দু'আ করার ব্যাপারে ধারণা পোষণ করবে যে, তিনি আমার দু'আ কবুল করবেন। তাওবা করার ব্যাপারে ধারণা করবে যে, তিনি আমার তাওবা কবুল করবেন। ক্ষমা চাওয়ার সময় ধারণা রাখবে যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন, ইবাদত করার সময় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি আমাকে পুরস্কৃত করবেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে - ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ -আল্লাহ তোমাদের দু'আ কবুল করবেন এ বিশ্বাস নিয়েই তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ কর।[১০] এজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল তার করণীয় কার্য্যসমূহ সম্পাদনে এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তার কর্মসমূহ কবুল করবেন, তিনি তাকে ক্ষমাও করবেন। কেননা তিনি এ ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। আর তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আর সে যদি ধারণা করে যে, আল্লাহ তার আমল কবুল করবেন না, আমল তার কোনো কাজে আসবে না। এ ধরনের ধারণা করার অর্থ হল আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে তাওবা না করে আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমার আশা করা নিরেট মুর্খতা ও ধোকায় নিপতিত হওয়া ছাড়া কিছু নয়।

وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। এ সাথে থাকার অর্থ হল অবহিত থাকা। অর্থাৎ সে যে আমাকে স্মরণ করে আমি

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৯] সহীহ বুখারী হা: ৭৪০৫, সহীহ মুসলিম হা: ১৬৭৫

[১০] তিরমিযী হা: ৩৪৭৯

তা অবহিত আছি। সাথে থাকার অর্থ এমন নয় যে, মহান আল্লাহর সত্ত্বা তার সাথে আছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى অর্থাৎ হে মূসা ও হারুন, আমি তোমাদের সাথেই আছি, অর্থাৎ তোমাদের কথা-বার্তা শুনব এবং দেখব। অতএব আল্লাহ বান্দার সাথে আছে এর অর্থ হলো তিনি বান্দার সবকিছু অবহিত আছেন।

إِذَا ذَكَرَنِي সে যখন আমাকে স্মরণ করে। এই ذَكَرَ বা স্মরণ দু'ধরনের। (১) মুখে আল্লাহর নাম ও তাঁর গুনাবলী উচ্চারণ করা, দু'আসমূহ পাঠ করা ইত্যাদি। (২) মুখে উচ্চারণ না করে আল্লাহর কথা স্মরণ করা, তার রহমত, তার শাস্তি ইত্যাদি মনে মনে স্মরণ করা। অথবা মুখে উচ্চারণ ও অন্তর উভয় দ্বারাই স্মরণ করা। অথবা আদেশ পালন ও তাঁর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা। শুধু মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই যদি অন্তরে তার কোন প্রভাব না পড়ে। যেমনটি হাদীসে এসেছে,

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فإنه لا يزداد من الله إلا بعداً.

যার সালাত তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত না রাখে আল্লাহর সাথে তার দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي.

সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও নিজে তাকে স্মরণ করি। অর্থাৎ সে যখন গোপনে একাকি আমার পবিত্রতা ত্রুটিমুক্ততাসহ স্মরণ করে আমিও গোপনে সবার অলক্ষ্যে তাকে সাওয়াব প্রদান করি, তার প্রতি দয়া করি। অথবা অর্থ এমনও হতে পারে যে, সে যখন আমাকে আমার সম্মানের বিষয়ে স্মরণ করে আমি তাকে পুরস্কার ও অনুগ্রহে ভূষিত করি।

وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

সে যদি আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাদের চাইতে উত্তম সমাবেশে তাকে স্বরণ করি। অর্থাৎ সে যখন প্রকাশ্যে আমাকে স্মরণ করে তখন তাদের চাইতে উত্তম সমাবেশে ফেরেশতাদের সম্মুখে তার কৃতকর্মের সাওয়াব ঘোষণা করি।

وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا.

বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। ইমাম খাত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এর অর্থ হচ্ছে বান্দা যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য লাভের কাজ করার তাওফীক দান করেন। আল্লামাহ কিরমানী বলেন: হাদীসে বর্ণিত শব্দ সমূহের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা দলীলের দ্বারা প্রমাণিত যে, এগুলো আল্লাহর জন্য প্রয়োজ্য নয়। অতএব এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দা আনুগত্যমূলক কাজ অল্প করলেও আল্লাহ তাকে অধিক সাওয়াব দান করেন। যেমন বর্ণিত আছে একটি ভাল কাজের সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বা তার চাইতে অধিক সাওয়াব দান করেন। তবে দশ গুণের কম দেন না। এটা তার বিশেষ অনুগ্রহ। বান্দা আনুগত্য যত বেশি করবে আল্লাহ তাকে তত বেশি সাওয়াব দিবেন। মোটকথা হল আল্লাহর হেঁটে অগ্রসর হওয়া বা দৌড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হল অল্প কাজে অধিক সাওয়াব প্রদান করা।

হাদীস থেকে শিক্ষা:

(১) আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা

(২) আল্লাহকে ভয় করে চলা।

(৩) আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা।

(৪) আল্লাহর ক্ষমার আশায় বেপরোয়া না হওয়া।

(৫) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হওয়া।

(৬) সর্বদা ভাল কাজ করার চেষ্টা করা।

(৭) কখনো অন্যায় করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করা।

(৮) আল্লাহ দু'আ কবুল করেন এ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করা।

(৯) সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা।

(১০) জনসম্মুখে আল্লাহর প্রশংসা করা। ❑❑

সম্পাদকীয় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল-কুফল الافتتاحية

ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বৃহৎ পরিমণ্ডলের ‘কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভিস’। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগের জন্য অপরিহার্য্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সংবাদ, শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ইন্টারনেট। নেটজগৎ থেকে দূরে থাকা অর্থ নিজেকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। শিক্ষাপোকরণ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সহজ মাধ্যম ইন্টারনেট। ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-নথিসহ হাজারো ই-প্রোগ্রাম ইন্টারনেটেরই অবদান। ভার্চুয়াল মাধ্যমে দাফতরিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দীন প্রচার ও দাওয়াতী কাজ পরিচালনায় নেটমিডিয়ার রয়েছে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জীবন ও কর্মকে গতিশীল করেছে ইন্টারনেট। হাতের মুঠোয় বিশ্বজগৎ। যা কিছু জানার বিষয়, শেখার বিষয়, এখন মোবাইলনেটে। আন্তর্জাতিক সকল বিষয়, বিশ্ব পরিস্থিতি, মার্কেট যাচাই, বাজারের দরপতন বা উত্থান দেখার জন্য হাতের ডিভাইসটিই যথেষ্ট। বিনোদন, ভায়োলেন্স, যুদ্ধ-বিগ্রহ, তেলের বাজার মূল্য, শেয়ার মার্কেট, বিশ্বের সব সংবাদ, ফেইসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইভার, টুইটারের মাধ্যমে সহজে পেয়ে যাই এক নিমিষে। প্রবাসের প্রিয়জনের সুখ-দুঃখের সংবাদ, প্রেম-বিরহ, ভাবের আদান প্রদানসহ সবক্ষেত্রেই ইন্টারনেটের আধিপত্য। জ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণার প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত এখন নেটের ছোট্ট ডিভাইসের মধ্যে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয় মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু এর অপব্যবহারে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেমে আসে অকল্যাণের বিভীষিকাময় অন্ধকার কুহেলিকা। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ইন্টারনেটের কু-প্রভাব পড়েছে আমাদের নবীন প্রজন্ম তরুণ-তরুণীদের ওপর। ভয়ানক মাদকের নেশার চেয়েও বেশি নেশায় আকৃষ্ট তারা ইন্টারনেটের দিকে। যুবক ও তরুণ সমাজের চরিত্র ধ্বংসের এক ভয়ানক ক্ষেত্র ইন্টারনেট। কথায় বলে ‘নিষিদ্ধ ফলে আকর্ষণ বেশি, নিষিদ্ধ ফল মিষ্টি অতি’। তাই দেখা যায়, ইন্টারনেটের মন্দের দিকে তরুণ-যুবকদের আকর্ষণ বেশি। সহজলভ্য হওয়ায় বিভিন্ন পর্নোগ্রাফির মত মন্দ সাইটগুলোতে তাদের সহজ বিচরণ। দিনে দিনে তারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এ সবের দিকে। পাশ্চাত্য জগৎ সু-কৌশলে আমাদের ঈমান, আকীদা, কৃষ্টি-কালচার, ধ্বংস করে নিকৃষ্ট জন্তুতে রূপান্তরিত করার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে অপ ও কুসংস্কৃতি সরবরাহ করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এর কুফলে প্রভাবিত হয়ে তরুণ ও যুবকেরা সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়া থেকে হত্যা, গুম, নেশা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, শিক্ষা গ্রহণে অনিহা, দুর্বৃত্তপনা, কিশোর গ্যাং গঠন করে সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়াসহ সব ধরনের অপরাধ করে চলছে। এ সবের পেছনে রয়েছে এই নেটের প্রত্যক্ষ কুপ্রভাব। আজ মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, ধর্মাচার বিলুপ্তির পথে। পারিবারিক বন্ধন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এতসব দেখেও কি অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার সময় আসেনি! সন্তানের ভবিষ্যত ভেবে তাদেরকে এ বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে ফেরাতে প্রয়োজন অভিভাবকদের সচেতনতা। আমরা আশা করব, অভিভাবকবৃন্দ সন্তানের কল্যাণে ইন্টারনেটের কু-প্রভাব থেকে আপন সন্তানকে সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। ❑❑

দা'ওয়াহ এর পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

(১ম পর্ব)

الدعوة- দা'ওয়াহ শব্দটি আরবী; যা মূলত আল্লাহ তা'আলার বাণী - وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ- আল্লাহ তা'আলা দারুস সালাম জান্নাতের দিকে আহ্বান বা আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।[১১]

يدعو থেকেই মূলত دعوة, الدعوة শব্দটি শাব্দিক বিশ্লেষণে একাধিক অর্থ দিয়ে থাকে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন: [১২]

اَلدُّعَاءُ - আহ্বান করা, প্রার্থনা করা।

اَلنِّدَاءُ - আহ্বান করা, ডাকা।

اَلسُّوَالُ - আবেদন করা, চাওয়া।

اَلصِّيَامُ - আওয়াজ দেওয়া, ডাকা।

اَلتَّجَمُّعُ - সমাবেশ করা।

اَلِاسْتِغَاثَةُ - সাহায্য চাওয়া।

اَلْحَثُّ - উদ্বুদ্ধ করা, উৎসাহ দেওয়া।

الطَّلَبُ - অনুসন্ধান করা, আদেশ করা।

দা'ওয়াহ এর পারিভাষিক পরিচয়: দা'ওয়াহ এর পারিভাষিক পরিচয় বর্ণনায় বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করব, তার পূর্বে কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় দা'ওয়াহ দ্বারা কি বুঝায় তা উল্লেখ করতে চাই।

কুরআন-সুন্নায় দা'ওয়াহ দ্বারা উল্লেখযোগ্য তিনটি বিষয় বুঝানো হয়েছে:

(১) الدعوة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : দা'ওয়াহ মূলত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে বুঝানো হয়েছে; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সফলকাম হবে।[১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।[১৪]

বলা যেতে পারে, আলিমদের মাঝে এক প্রকার ইজমা হয়েছে যে, দা'ওয়াহ এবং সৎ কাজের আদেশ এবং ও কাজের নিষেধ একই বিষয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

..أَنَّ الدَّعْوَةَ نَفْسَهَا أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ...وطاعته فيما أمر...

দা'ওয়াহ হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। কেননা যে যেটার প্রতি দা'ওয়াত দেয়, সে মূলত সে কাজের আদেশ করে। এটাই হলো সৎ কাজের আদেশ এবং সে কাজের প্রতি দা'ওয়াত প্রদান। আর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত মূলত আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, এটাই আল্লাহর পথ অবলম্বনের আদেশ। আর আল্লাহর পথ হলো, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা এবং যা নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা.....।[১৫]

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১১] ***সূরা ইউনুস আয়াত: ২৫***

[১২] *বিস্তারিত দ্র. লিসানুল আরব ইবনে মানজুর, ১৪ খণ্ড. ২৬০ পৃ: আল মুজাম আল ওয়াসীত ১ খণ্ড, ২৮৬ পৃ. মুফরাদাত আলফাযুল কুরআন লির-রাগিব, ৩১৫-৩১৬ পৃ:*

[১৩] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১০৪*

[১৪] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১১০*

[১৫] *ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমু ফাতাওয়া, খণ্ড ১৫, ১৬৭ পৃ:*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾

হে বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাইতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[১৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ﴾

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।[১৭]

তিনি আরো বলেন:

﴿اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

তারা হচ্ছে তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সাজদাহকারী, সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের (বিধি বিধানের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।[১৮]

অনুরূপ অসংখ্য আয়াত রয়েছে যাতে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের বর্ণনা এসেছে। আবার কিছু আয়াত রয়েছে যাতে শুধু সৎ কাজের আদেশ এসেছে, যেমন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।[১৯]

আরো বলেন:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾

আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্য।[২০]

﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾

নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে।[২১]

আরো বলেন:

﴿وَ نَادٰى نُهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

তাদের রব্ব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শায়ত্বান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?[২২]

একইভাবে হাদীসেও বর্ণনা এসেছে।

(২) الدعوة هي التبلغ أو البليغ : দা'ওয়াহ মূলত তাবলীগ বা প্রচার করাকে বুঝানো হয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[১৬] *সূরা লুকমান আয়াত: ১৭*
[১৭] *সূরা হজ্জ আয়াত: ৪১*
[১৮] *সূরা তাওবাহ আয়াত: ১১২*
[১৯] *সূরা নিসা আয়াত: ৫৮*
[২০] *সূরা ত্বহা আয়াত: ১৩২*
[২১] *সূরা আনকাবুত আয়াত: ৪৫*
[২২] *সূরা আরাফ আয়াত: ২২*

النحر» قلنا: بلى، قال: «فأي شهر هذا» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بذي الحجة» قلنا: بلى، قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه»

আবূ বকরাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি একদা নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, (মিনায়) তিনি তাঁর উটের ওপর উপবেশন করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেনঃ এটা কোন দিন? আমরা চুপ করে রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এ দিনটির আলাদা কোন নাম দিবেন। তিনি বললেনঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কোন মাস? আমরা নীরব রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এর আলাদা কোন নাম দিবেন। তিনি বললেনঃ এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ।, তিনি বললেনঃ 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর হারাম। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে অধিক আয়ত্তে রাখতে পারবে।[২৬]

(৩) কুরআন ও সুন্নাহয় পারিভাষিকভাবে দা'ওয়াতের পদ্ধতি, ধরন, উপায়-মাধ্যম ও মানহাজকেও দা'ওয়াহ বোঝানো হয়।

এছাড়াও কুরআন-সুন্নাহ **دعوة** (দা'ওয়াহ) এর সমঅর্থে অনেক শব্দ ব্যবহার হয়েছে; যেমন:

(ক) **وَعَظ** ওয়ায করা বা উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾

[২৬] *সহীহ বুখারী হা: ১০৪*

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে না; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।[২৩]

তিনি আরো বলেন:

﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾

তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[২৪]

হাদীসেও এসেছে:

عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار»

আবদুল্লাহ ইবন আমর ﵄ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল।[২৫]

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال: «أي يوم هذا» ، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس يوم

[২৩] *সূরা মায়েদা আয়াত: ৬৭*
[২৪] *সূরা আহযাব আয়াত: ৩৯*
[২৫] *সহীহ বুখারী হা: ২৪৬১*

স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশ দিতে তার পুত্রকে বলেছিলঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে মহা যুলম।[২৭]

(খ) ذَكَّرَ উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।

(গ) نَصَحَ কল্যাণ কামনায় উপদেশ দেওয়া, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ﴾

সালিহ এ কথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেলঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরাতো হিতৈষী বন্ধুদেরকে পছন্দ কর না।[২৮]

(ঘ) الإصلاح সংস্কার করা বা সমন্বয় করা।

(ঙ) البيان والتبين বক্তব্য প্রদান করা বা বয়ান করা,

(চ) التبشير সুসংবাদ প্রদান করা।

(ছ) الإنذار ভীতি প্রদর্শন করা। ইত্যাদি

সবই দা'ওয়াহ এর সমঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ আলিমদের সংজ্ঞায় দা'ওয়াহ:

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ দা'ওয়ার অনেক পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(১) শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"الدعوة إلى الله هي: الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه"

দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াহ হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলগণ যাসহ প্রেরিত হয়েছেন তার প্রতি এবং তারা যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা ও যা নির্দেশ দিয়েছেন তা আনুগত্য করার প্রতি দা'ওয়াহ। আর দা'ওয়াহ শাহাদাতাইন, সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, রামাযানের সিয়াম ও বায়তুল্লাহর হাজ্জকেও শামিল করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাব, নাবী-রাসূল, পুনরুত্থান, তাকদীরের ভালোমন্দ এবং বান্দার একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত সবই দা'ওয়াহ-এর অন্তর্ভুক্ত।[২৯]

অতঃপর তিনি বলেন, মূলত ইসলাম, ঈমান ও ইহসান এ তিনটি দীনের স্তর, যা প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস- হাদীসে জিবরীলে প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ বলেন: জিবরীল এসেছেন তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য। অতএব দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াহ হলো বান্দাকে আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া।[৩০]

(২) قواعد الدعوة الإسلامية গ্রন্থকার ড. শরীফ হামদান আল মাহদী দা'ওয়াহ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন:

إبلاغ الناس دين الاسلام بكل الطرق والوسائل الم كنة والمناسبة لقدراتهم وفقًا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم شريطة توفر العلم بالدين ووسائل الاقناع اللازمة لكل زمان و لكل فئة.

সকল যুগে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে পরিপূর্ণ দীনি জ্ঞানসহ সাধ্য-সামর্থ্য অনুযায়ী যথোপযুক্ত পথ ও পদ্ধতির

[২৭] *সূরা লুকমান আয়াত: ১৩*
[২৮] *সূরা আরাফ আয়াত: ৭৯*
[২৯] *মাজমু ফাতাওয়া খণ্ড ১৫, পৃ: ১৫৭-১৫৮*
[৩০] *মাজমু ফাতাওয়া খণ্ড ১৫, পৃ: ১৫৮*

মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানহাজ মোতাবেক দীন ইসলাম পৌঁছে দেওয়াকে দা'ওয়াহ বলা হয়।[৩১]

(৩) প্রফেসর ড. আব্দুর রহীম আল-মুগায্যাবী হাফি. বলেন:

الدعوة هي قيام الداعية المؤهل بإيصال دين الاسلام إلى الناس كافة، وفق الأسس والمنهج الصحيح، وبما يتناسب مع أصناف المدعوين، ويلائم أحوال وظروف المخاطبين.

উদ্দেশিত ব্যক্তির অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক মানহাজ ও নীতিমালা মোতাবেক সমগ্র মানুষের কাছে যোগ্য দা'ঈর দীন ইসলাম পৌঁছে দেওয়াকে দা'ওয়াহ বলা হয়।[৩২]

(৪) আল-মাদখাল ইলা ইলমিদ্ দা'ওয়াহ গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ আবুল ফাত্হ আল-বায়ানুনী দা'ওয়াহ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন:

تبليغ الاسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه فى واقع الحياة.

মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা।[৩৩]

(৫) হিদায়াতুর রাশিদীন গ্রন্থকার শাইখ আলী মাহফুয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

الدعوة إلى الله هي حث الناس على الخير و الهدى، وللأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل.

দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কল্যাণ, হিদায়াত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাকে দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বলা হয়।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, ওপরে বর্ণিত পাঁচটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি হলো শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার, তিনি মূলত হাদীসের আলোকে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। এ সংজ্ঞায় দা'ওয়াহ এর আলোচ্য বিষয়-এর বিশদ বর্ণনা এসেছে। দ্বিতীয় সংজ্ঞা হলো ড. শরীফ হামদান আল মাহদীর। তিনি আলোচ্য বিষয় এবং দা'ওয়াহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব বিষয় তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে দা'ওয়াহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানহাজ ও তরীকা অনুযায়ী না হলে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, অপরদিকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে ভ্রষ্ঠতার দিকে চলে যেতে পারে। তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি সংজ্ঞায় তা গুরুত্বসহ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি সর্বাধিক পরিপূর্ণ বলে মনে করি। অবশ্য সকলেই আপন চিন্তা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এ জন্য সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ***(চলবে ইনশা আল্লাহ)***

ফল পরিচিতি

বেল

ইংরেজি নাম: Bel/Beal

বৈজ্ঞানিক নাম: Aegle marmelos

জাত: এ দেশে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের বেল দেখা যায়। বারি বেল-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জে দশসেরি জাতের স্থানীয় বেল পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ: বেল একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি কমপ্লেস, ক্যালসিয়াম ও লৌহ রয়েছে।

ঔষধিগুণ: বেল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও আমাশয়ে উপকার করে। আধাপাকা সিদ্ধ ফল আমাশয়ে অধিক কার্যকারী। বেলের শরবত হজম শক্তি বাড়ায় এবং বলবর্ধক। বেলের পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে চোখের ছানি ও জ্বালা উপশম হয়। পাতার রস, মধু ও গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে পান করলে জণ্ডিস রোগ নিরাময় হয়। সূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস

---

[৩১] *ড. শরীফ হামদান আল মাহদী, কাওয়াইদুদ্ দা'ওয়াহ আল ইসলামিয়াহ, পৃ: ২৪*

[৩২] *প্রফেসর ড. আব্দুর রহীম আল মুগায্যাবী, মানহাজুদ দা'ওয়াহ ইল্লাল্লাহ আলা ওয়াসিয়াতিন নাবী ﷺ পৃ: ৯৭*

[৩৩] *আল বায়ানুনী, আল মাদখাল ইলা ইলমিদ দাওয়াহ- পৃ: ১৭*

[৩৪] *শাইখ আলী মাহফুয হিদায়াতুর রাশিদীন, পৃ: ১৭*

যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনে ফিরে আসবে:

মূলঃ আল্লামা নাসির উদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ ও বিশ্লেষণঃ শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ★

(১ম পর্ব)

মুসলিম জাতি আজ বহুদলে বিভক্ত। সাহাবীদের যুগের শেষের দিকে বিশেষ করে সম্মানিত তিন যুগের পর খারেজী, শিয়া, জাহমিয়া, মুতাযিলা, মুরজিয়া, কাদারিয়াসহ অনেক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের মাধ্যমে আকীদাহগত বিভ্রান্তির সূচনা হয়। পরবর্তীতে কাল পরিক্রমায় আকীদাগত মতভেদের গণ্ডি পার হয়ে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের শাখা মাসআলাগুলোতেও মতভেদ শুরু হয়। বর্তমানে মুসলিমদের এমন কোনো বিষয় বাকী নেই, যেখানে তারা মতভেদ করছে না। কিন্তু মুসলিমদের সমস্ত দল ও উপদল পরস্পর মতভেদে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তারা একটি বিষয়ে একমত পোষণ করছে। তা হচ্ছে, সমস্ত দলের মতেই মুসলিম জাতির বর্তমান অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তারা আজ বিশ্বের বুকে অমুসলিমদের দ্বারা লাঞ্ছিত-অপমানিত ও নির্যাতিত। এই লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে কোনো দ্বি-মত নেই। মুসলিম জাতির এ লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো দ্বি-মত নেই। মুসলিমদের সকল মাযহাব ও দলের মতে তাদের উপর যে অপমান ও লাঞ্ছনা নেমে এসেছে, তার একমাত্র কারণ হলো তাদের দীন থেকে সরে যাওয়া ও তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন না করা। মতভেদরত সব দল-মাযহাবই একমত যে, আল্লাহর দীনে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে মুসলিমদের সব সমস্যার সমাধান। এ বিষয়টি সকলের নিকট দিবালোকের মতোই পরিষ্কার।

★ *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী-কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও মুহাদ্দিছ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।*

আল্লাহর দীনে প্রত্যাবর্তন করলেই মুসলিমগণ তাদের দুরাবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে, -এটা আমাদের কারো বানানো কথা নয়। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এটা বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

"তোমরা যখন ঈনাত-এর ক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরবে, চাষাবাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, যা তিনি তোমাদের থেকে ওঠাবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনে ফিরে আসবে।[৩৫] ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

এই হাদীসে নবী ﷺ মুসলিমদের লাঞ্ছনার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। (১) ঈনাত-এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা করা, (২) গরুর লেজ ধরা (৩) চাষাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, (৪) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বর্জন করা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণকে আমরা একটি কারণে পরিণত করতে পারি। সেটা হচ্ছে গরু দিয়ে জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এক কথায় আখেরাতমুখী হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

সহীহ সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীসের বিষয়বস্তু আমাদের সত্য বলে বিশ্বসাস করা ও তা মানা আবশ্যক। যেমন আল্লাহর কালাম কুরআনের প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। কেউ তাতে সন্দেহ করলে ঈমানহারা হয়ে মুরতাদে পরিণত হবে। রাসূল ﷺ উপরোক্ত হাদীসে উম্মতের লাঞ্ছনার কারণ ও সমাধান এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম জাতি যে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে লাঞ্ছনার শিকার হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, তার সবটিতেই মুসলিমরা আজ লিপ্ত

[৩৫] *মুসনাদ আহমাদ হা: ৪৯৮৭, সুনান আবু দাউদ হা: ৩৪৬২*

হচ্ছে। আর তাতে লিপ্ত হওয়ার কারণে যে ফলাফল দাঁড়ানোর কথা তিনি বলেছেন, তাও হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সুনির্দিষ্ট পথও তিনি বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে লাঞ্ছনার কারণগুলো পরিহার করা এবং তাদের দীনে ফিরে আসা।

তাই জাতির মুক্তিকামী প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, লাঞ্ছনার এই কারণগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া এবং তা পরিহার করা। লাঞ্ছনার প্রথম কারণ হচ্ছে العينة (ঈনাত)-এর লেনদেন করা। ঈনাত এর ব্যাখ্যা নিয়ে সম্ভবত ইসলামী ফিকহবিদদের নিকট কোনো মতভেদ নেই। তা হচ্ছে, যেমন ধরুন আপনি কোনো জিনিষ বাকীতে কারো কাছে ১০০০ টাকায় বিক্রি করলেন। সেটি আবার আপনি নিজেই ক্রেতার কাছ থেকে নগদ ৮০০ টাকা দিয়ে কিনে আনলেন। এখন তার কাছে আপনার ২০০ টাকা ঋণ হিসেবে রয়ে গেলো। আসলে যার কাছে আপনি ১০০০ টাকায় জিনিষটি বাকীতে বিক্রি করলেন, তার আদৌ জিনিষটির প্রয়োজন ছিল না। তার শুধু টাকার প্রয়োজন ছিল। আর আপনি তাকে বিনা লাভে টাকা দিচ্ছেন না। আপনি চাচ্ছেন লাভ করতে। ইসলামী শরীয়তে যেহেতু টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেনে কমবেশি করাকে সুদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে তা হারাম করা হয়েছে, তাই আপনি সুদ খাওয়ার অপরাধে জড়িত হতে চাচ্ছেন না; সুদকে হালাল করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করছেন মাত্র। নবী ﷺ ঈনাত-এর ক্রয়বিক্রয় নিজ চোখে দেখে যাননি; কিন্তু তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে জানতে পেরেছেন যে, তার উম্মত এভাবে হারামকে হালাল করবে। এতে তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানের কবলে পড়বে।

মুসলিমদের দীনে ফিরে আসলেই তারা লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই দীনের সঠিক অর্থ কী? এই দীন সম্পর্কে তো প্রচুর মতভেদ রয়েছে। সালাফে সালেহীনদের যুগের পরে দীনের মধ্যে মুসলিমগণ প্রচুর মতভেদ করেছে। দীনের শাখা মাসআলা ও মূলনীতি নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। আমরা সকলেই রাসূল ﷺ-এর এই হাদীস সম্পর্কে অবগত। যেখানে তিনি বলেছেন,

تفرقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال :هم الجماعة.

"ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছিল ৭১ দলে, খৃস্টানরা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে এবং আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। তাদের একটি দল ব্যতীত বাকীরা জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোন্ দল? তিনি বললেন, তারা হলেন, জামাআত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী ﷺ বলেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথে থাকবে, তারাই হবে সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল। আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবসমূহে শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল ﷺ অত্র হাদীসে নাজাতপ্রাপ্ত দলের গুণাগুণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তারা হলো জামাআত। অন্য বর্ণনায় তিনি জামাআতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, তিনি যে পথে আছেন এবং দীনের মূলনীতি ও শাখার ক্ষেত্রে তার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছেন। অতএব রাসূল ﷺ উপরোক্ত হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলিমগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একদল ব্যতীত বাকী সবদলই বিভ্রান্ত হবে। সেই একটি দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যারা রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের পথে থাকবে।

আমরা মুসলিমগণ বর্তমানে মতভেদের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আর এটা শুরু হয়েছে বহু আগে থেকেই। মতভেদে লিপ্ত প্রত্যেক দলই নিজেকে মুসলিম মনে করে। কোনো ফিরকাই এ কথা বলছে না, আমাদের দীন ইসলাম নয়। প্রত্যেকেই বলছে আমরা মুসলিম; ইসলামই আমাদের দীন। সেই সঙ্গে প্রত্যেক দল এটাও বলছে যে, লাঞ্ছনা থেকে মুসলিমদের বের হওয়ার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে দীনে ফিরে আসা ও তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা।

অতএব আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, মুসলিমদের যে ৭৩টি দল রয়েছে, তারা দীনের আসল অর্থটা নিয়ে এবং তা বুঝার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছে। রাসূল ﷺ

যখন দীনে ফিরে আসাকেই লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে উল্লেখ করেছেন, আর দীনের ব্যাপারে মুসলিমদের ৭৩ ফির্কা রয়েছে এবং সবাই দাবি করছে যে, আমরা দীনের মধ্যেই আছি, তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে, তিনি এখানে দীন দ্বারা কোন্ দীন বুঝিয়েছেন, যাতে ফিরে আসলেই মুসলিমগণ লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পাবে? রাসূল ﷺ বলেন,

سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.

"আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, যা দীনের ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি তোমাদের ওপর থেকে সরাবেন না।

রাসূল ﷺ লাঞ্ছনার প্রথম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা ঈনাত-এর ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করবে। বর্তমানে ঈনাত-এর ক্রয়বিক্রয়ের হুকুম নিয়ে মাযহাবগুলো বিভিন্ন কথা বলছে। কোনো কোনো মাযহাবে এটাকে হালাল বলেছে। আবার কোনো কোনো মাযহাব হারাম বলেছে। অথচ রাসূল ﷺ উপরোক্ত হাদীসে এটাকেই মুসলিমদের অপমান ও লাঞ্ছনার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঈনাতকে হালাল করার কারণেই তারা যিল্লতির হকদার হবে। এখন প্রশ্ন হলো আমাদের উপর যেই লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা কিভাবে দীন ইসলামকে বুঝবো? যেসব মুসলিম ঈনাতকে হালাল বলেছে, তারা যেভাবে দীনকে বুঝেছে, আমরা কি তাদের বুঝ মেনে নিবো? তাহলে তো ঈনাতকে হালাল সাব্যস্ত করা হয়ে যাবে। অথচ সেটা হালাল নয়। তা যদি হালাল হতো, তাহলে রাসূল ﷺ এটাকে লাঞ্ছনার কারণ হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করতেন না।

অতএব হাদীসের সহজ সরল অর্থ হচ্ছে বাইউল ঈনাত বৈধ নয়। আমরা যখন চাইবো, আল্লাহ যেন আমাদের ওপর থেকে যিল্লতি উঠিয়ে নেন, তখন দীনে ফিরে আসতে হবে। তখন অবশ্যই ঈনাতকে হারাম জানতে হবে ও তা বর্জন করতে হবে।

মোটকথা হচ্ছে, রাসূল ﷺ আমাদের ওপর থেকে লাঞ্ছনা ওঠানোর জন্য যে দীনে ফিরে যেতে বলেছেন, সেটা হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত দীন, বিভিন্ন মাযহাব ও দলের বুঝ মোতাবেক দীন নয়; সেই দীন, যার ব্যাখ্যা এসেছে রাসূল ﷺ-এর হাদীসে এবং যার বাস্তবায়ন হয়েছে সাহাবী ও সালাফদের আকীদাহ ও আমলে। । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾

"আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দীন"।[৩৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾

"তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কোনো দীন তালাশ করছে? অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সবই তাঁর অনুগত"।[৩৭] আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾

"দীনে ইবরাহীম থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নেয়, যে নিজেকে মূর্খতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে"।[৩৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন তালাশ করে, তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ"।[৩৯]

অতএব আল্লাহ তা'আলা যেটাকে দীন বলে উল্লেখ করেছেন, রাসূল ﷺ দীনের যেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সাহাবী ও সালাফগণ যেই দীনের ওপর ছিলেন, লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সেই দীনে ফিরে আসতে হবে; বিভিন্ন দল ও মাযহাব দীনের যে ব্যাখ্যা করেছে এবং তারা যে দীনের ওপর কায়েম আছে, সেই দীনে ফিরে এসে কোনো লাভ নেই। এতে না হবে তাদের দুনিয়ার কল্যাণ; না হবে আখেরাতের কল্যাণ (চলবে....)

---

[৩৬] *সূরা আল-ইমরান আয়াত: ১৯*
[৩৭] *সূরা আল-ইমরান আয়াত: ৮৩*
[৩৮] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৩০*
[৩৯] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ৮৫*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা

ড. আব্দুল্লাহ আল খাত্বের
অনুবাদ: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী*

(৪র্থ পর্ব)

চিন্তাও বিষণ্নতার চিকিৎসা : ইতঃপূর্বে আমরা চিন্তা ও বিষণ্নতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছি। এখন এর চিকিৎসা কী হতে পারে তা বর্ণনা করবো ইনশা আল্লাহ। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআনুল কারীমে ও সুন্নাতে রাসূলে চিন্তা ও বিষণ্নতা হতে মুক্তি এবং এর চিকিৎসা উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথমত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণগুলো মূলত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করবো। আল্লাহ তা'আলার অশেষ ফযলে আল কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা সকল রোগের শিফা বা আরোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহতেও শিফা রয়েছে। পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের সফলতা ও কল্যাণ লাভে মানব জাতিকে কুরআন-সুন্নাহর দিকেই ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

"আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।[৪০]

চিন্তা ও বিষণ্নতা হতে মুক্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা হতে মুক্তির ক্ষেত্রে আক্বীদাহর পরিশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতামুক্ত জীবন গঠনে আক্বীদাহ বিশ্বাসের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তবে অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে উদাসীন ও অজ্ঞ। তবে বাস্তবতা হলো, মানুষের চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাকের ইতিবাচক পরিবর্তনসহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আক্বীদাহর রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়েই আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

(ক) তাক্বদীরের ভাল-মন্দে দৃঢ় বিশ্বাস ঈমান ও আক্বীদাহর স্বচ্ছতা আমাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে বারণ করে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন: জেনে রাখ, সকল মানুষ যদি তোমার কল্যাণ করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ব্যতীত (তারা) তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। আর সকল মানুষ যদি তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত (তারা) কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।[৪১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তুমি জেনে রাখো, মনে রাখ, যা তুমি পেলে না তা পাবার ছিল না। আর যা তুমি পেলে তা তুমি অবশ্যই পেতে। আর জেনে রাখ, ধৈর্য ধারণের ফলে আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।[৪২]

একজন মানুষ যখন উপলব্ধি করবে যে, তার ভাগ্য নির্ধারিত ও লিখিত, সে কখনোই চিন্তিত হবে না। সে কিভাবে চিন্তিত হতে পারে, যখন সে উপলব্ধি করবে যে, তার আশ-পাশের লোকজন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপি ছাড়া কোন উপকার বা অপকার কিছুই করতে সমর্থ নয়। অতএব দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার কী কারণ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

---

* *শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।*

[৪০] *সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত: ৮২*

[৪১] *সহীহ সুনান আত তিরমিযী, ২/৩০৮-৩০৯*

[৪২] *আবু দাউদ, আস সুন্নাহ অধ্যায়, ক্বাদর পরিচ্ছেদ, ৫/৭৫*

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের ওপর এমন কোন মুসীবত আসে না যা আমি সংঙ্ঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। এটা (করা) আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন হতাশাগ্রস্ত না হও, আর তোমাদেরকে যা দান করা হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন উৎফুল- না হও, কেননা আল্লাহ অহংঙ্কারী ও অধিক গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।"[৪৩]

অত্র আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারী আল-কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (মৃত্য ৬৭১ হি.) এবং ইমাম আশ-শাওকানী রহ. তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীরে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ বলেন, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লাওহে-মাহফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঙ্ঘটিত বিপদাপদ যেমন দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদ-মুসিবত যেমন সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, দুর্ঘটনা ও সমস্যাবলী ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

সূরা আল-হাদীদের ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীর নির্ধারিত করেছেন। ইবনে ওহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তখন আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির ওপর ভাসমান ছিল। অতএব কোন কিছু সংঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্বে অবগত হওয়া এবং কখন কী ঘটবে তা লিপিবদ্ধ রাখা আল্লাহ তা'আলার জন্য খুবই সহজ। কারণ, কখন কোথায় কী ঘটবে সবই তাঁর জানা। তিনি সবজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবগত।[৪৪]

সূরা আল-হাদীদের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যে পূর্ব হতেই সবকিছু জানি এবং পূর্বেই সব লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, তা তোমাদেরকে এজন্য জানিয়ে দিলাম যে, যাতে তোমরা কিছু হারানোর জন্য বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য দুঃখিত না হও এবং যা অর্জন কর, তার জন্য আনন্দিত হয়ে অন্যের ওপর গর্ববোধ না করো। কেননা, জীবনে সংঙ্ঘটিত সকল বিষয়ই তাক্বদীরের পূর্ব নির্ধারিত।[৪৫]

ইকরিমা রহ. বলেন, সুখ-দুঃখ সকলেরই আছে। অতএব তোমরা সুখ লাভ করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিপদ-মুসিবতে পড়লে ধৈর্যধারণ করো।

মুমিন ব্যক্তির এই ঈমান-বিশ্বাস ও চেতনার ফলে দুনিয়াবী জীবনের সুখে যেমন সে অতি আনন্দিত হবে না, তেমনি বিপদ-আপদ ও মুসিবতে সে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতায় মুষড়ে পড়বে না এবং হতাশার ঘোরে নিজেকে শয়তানের প্ররোচনায় তার ফাঁদে পড়বে না। বরং তাক্বদীরের অমোঘ নিয়মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে সুস্থ মস্তিষ্কে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা বা সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করবে।

একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষ কখনো কোনভাবেই বিচলিত ও হতাশ হবে না। কেননা, সুন্দর এই বিশাল জগতের মহান স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মাবুদ, যিনি আহকামুল হাকিমীন, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা ও সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাঁর নির্ধারিত কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা রাখে না। বরং সকলেই তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী।

সুতরাং পার্থিব জগতের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সম্ভোগ, বৈচিত্রময়তা-আকর্ষণ, আনন্দ-বিনোদন ও আরাম আয়েশ এবং ক্ষণিকের সফলতার পেছনে না ছুটে অনন্ত-অসীম ও চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনের সফলতার প্রতি মনোনিবেশ করা ও সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু পরকালের দিকে নিবদ্ধ করাই হবে প্রকৃত মুমিনের আসল লক্ষ্য। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

[৪৩] *সূরা আল হাদীদ আয়াত: ২২-২৩*
[৪৪] *তাফসীর ইবনে কাসীর, ইফাবা প্রকাশিত, ১০ম খন্ড পৃ. ৭১১*
[৪৫] *তাফসীর ইবনে কাসীর, ইফাবা প্রকাশিত, ১০ম খন্ড পৃ. ৭১২*

দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-০৬)

৪. দাওয়াতে দীনের বিষয়বস্তু :

দাওয়াত ও তাবলীগের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক বিষয়বস্তু প্রকৃত দা'ওয়াহর একটি মৌলিক বিষয়। আমাদের মাঝে ইসলামের নামে অনেকগুলো সংগঠন বিরাজমান রয়েছে, সঠিক বিষয়বস্তুর অভাবে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত, কেননা তাদের কারো দাওয়াতের বিষয়বস্তু মসজিদে মসজিদে ছয় উসূলের তালীম দেয়া ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে নামাজের দাওয়াত দেয়া, কারো বিষয়বস্তু ; রাষ্ট্রীয়ভাবে দীন কায়েমের জন্য মানব রচিত গণতন্ত্রের কাছে ধরনা দেয়া ও কারো বিষয়বস্তু হলো : পীরতন্ত্র বা দর্গাতন্ত্রের দিকে মানুষদের আহ্বান করা। কিন্তু এসবের কোনটিই তো দাওয়াতে দীনের প্রকৃত বিষয়বস্তু হতে পারে না।

দীনি দা'ওয়াহর বিষয়বস্তু তো সেটাই যা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা নাবী ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যার বাস্তবসম্মত রূপরেখা তো কুরআন ও সুন্নাহে বিদ্যামান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার কাছে মনোনীত দীন হলো ইসলাম এবং ইসলাম ধর্মই সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বা জীবনাদর্শ যা সমগ্র মানব জাতির জন্য জানা ও মানা অতীব আবশ্যক একটি বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও তার অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং থাকবেন। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

আজ হতে আমি তোমাদের জন্য দীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করলাম ও আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে দীনরূপে প্রদান করে সন্তুষ্ট হলাম।[৪৬]

সুতরাং দীন যেহেতু পরিপূর্ণ, সেহেতু উক্ত দীনের মূল বিষয়বস্তু ও স্বয়ংসম্পূণ ও চূড়ান্ত এতে কোনোও ধরনের দ্বিমত পোষণ করারও সুযোগ নেই।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আল্লাহর দিকে আহ্বান করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তারা (নাবীগণ) যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন তার প্রতি সত্যায়ন করা এবং যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা মান্য করা।

আর এটাই শাহাদাতাঈন তথা আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার পক্ষ হতে প্রেরিত শেষ নাবী ও রাসূল এটা ঘোষণা দেয়া। এর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের সিয়াম পালন করা ও হজ্জ পালন করা এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও ফেরেস্তাগণ, রাসূলগণ, আসমানী কিতাবগুলো ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা ও যেন আল্লাহকে দেখা যায় এমন ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা, এসব কিছুই দাওয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

কেননা উল্লেখিত সকল বিষয় দীনের মৌলিক তিনটি স্তর যথাক্রমে : ইসলাম, ঈমান ও ইহসান-এর অন্তর্ভুক্ত।[৪৭] যেমনটা হাদীসে জিবরাইলে বিদ্যমান রয়েছে।[৪৮]

সুতরাং দাওয়াতে দীনের বিষয়বস্তু ও কুরআন সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনির্দিষ্ট।

দাওয়াতে দীনের বিষয়বস্তুকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করা যেতে পারে ; যেটা নিম্নোক্ত আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৪৬] সূরা আল মায়েদা আয়াত : ৩
[৪৭] মাজমুউল ফাতওয়া- ১৫/১৫৭-১৫৮ পৃ.,
[৪৮] সহীহ বুখারী হা : ৫০

১. العقيدة বা বিশ্বাস এটা দাওয়াত ও তাবলীগের মূল বিষয়গুলোর অন্যতম।

এটা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা এবং নাবী ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

যেমন নাবী ﷺ মুয়ায বিন জাবাল رضي الله عنه-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

তুমি তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহ্বান কর।[৪৯]

ফেরেশতাগণের প্রতি, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবগুলোর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা এসবই দীনের আক্বীদাহগত বিষয়।

এছাড়া ভুল আক্বীদাহ বা বিশ্বাস থেকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহকে পৃথক করা, যেমন: শিরক, কুফর ও বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য করাসহ এ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়গুলো আক্বীদাহর অন্তর্ভুক্ত।

দাওয়াতে দীনের আক্বীদাহগত দিকটা এতটাই স্পর্শকাতর যে, একটু এদিক ওদিক হলেই ঈমান নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

অথচ আমাদের মাঝে এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের দীনের আক্বীদাহগত বিষয়ে অনেক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনায় কুফর ও শিরককে একাকার করা ও বিদ'আতকে কুফরীর হুকম লাগানো, শিরকে আসগার বা ছোট শিরকের ওপর শিরকে আকবার বা বড় শিরকের হুকুম আরোপ করা ও বিদআত নয় এমন বিষয়গুলোকে বিদআত বলার মত বড় ধরনের আক্বীদাহগত ত্রুটি প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়। এতে যেমন ভুল দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছে যায় ঠিক তেমনই মানহাজগত বিভ্রান্তিও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

[৪৯] *সহীহ বুখারী হা : ১৪৯৬*

অতএব দাওয়াতে দীনের জন্য আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করা আবশ্যক একটি বিষয় এবং আক্বীদাহ বিষয়ক জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

২. الأعمال الشرعية বা শারয়ী আ'মলগুলো :

দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় দিক হলো শারয়ী আমল।

শরীয়াতের শাখা-প্রশাখা বা শরীয়াতের বিশুদ্ধ আমল অথবা অশুদ্ধ আমলগুলোকে বিশুদ্ধকরণের দিকে মানুষকে দা'ওয়াহ দেয়া এটা দাওয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা মানুষের ওপর যে বিধানাবলী ইবাদত হিসাবে আবশ্যক করেছেন সে বিষয়ের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান করা। যেমন নাবী ﷺ, জিবরাঈল عليه السلام-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন :

يا محمد أخبرني عن الإسلام، أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ "

জিবরীল عليه السلام বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন, তিনি বললেন: ইসলাম হলো : এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে কাউকে অংশী না করা, সলাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও রামাযানের সিয়াম পালন করা।[৫০]

নাবী ﷺ মুয়ায বিন জাবাল رضي الله عنه- কে নির্দেশ দিয়ে বললেন :

فإن هم أطاعوا لذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

[৫০] *সহীহ বুখারী হা : ৫০*

যদি তারা (শাহাদাতাঈন) মেনে নেয় তবে তাদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হয় এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হয়।[৫১]

উল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শারয়ী আমলের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রথম হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর أخبرني আমাকে জানিয়ে দিন, জিজ্ঞাসা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রশ্ন-উত্তর দাওয়াতে দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এটার মাধ্যমে অজানা মানুষগুলো জ্ঞানবান মানুষকে অজানা বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে এবং এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি দলীলভিত্তিক উত্তর প্রদানের মাধ্যমে মানুষের কাছে দীনের বাণী পৌঁছাবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

হে রাসূল ! আমি আপনার পূর্বে পুরুষ ব্যতীত কাউকে পাঠাইনি, যার নিকট অহী প্রেরণ করতাম যে, তোমরা যদি না জানো তবে তোমরা বিজ্ঞজনদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।[৫২]

সুতরাং জিজ্ঞাসা ও জবাব দীনের দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এতে কোনোও সন্দেহ নেই।

আর দ্বিতীয় হাদীসে মুয়ায বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি নবী ﷺ আদেশ (فاعلمهم তাদেরকে শিক্ষা দাও বা জানিয়ে দাও) সংক্রান্ত এ বাক্যটি দীনের আমলগত বিষয়াদির শিক্ষা দেয়ার ওপর প্রমাণ করে।

অর্থাৎ যখন কোনো মানুষ নতুনভাবে শাহাদাতাঈনের ঘোষণা দিবে তখন অবশ্যই সে শরীয়াতের বিভিন্ন আমল সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ আর সেজন্যই শরীয়াতের আমলগুলো যেমন : সলাত, সিয়াম ও যাকাতসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শুধু দাওয়াত দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং প্রয়োজনে হাতে-কলমে ও বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়াটাও জরুরি। তাইতো নাবী ﷺ মুয়ায বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাওহীদ ও রিসালাতের ওপর ইয়ামানবাসীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর সলাত, যাকাত ও সিয়াম শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সুতরাং বিশুদ্ধ আক্বীদাহর প্রতি দাওয়াত দেয়ার পর বিশুদ্ধ আমলের দাওয়াত ও প্রয়োজনে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া দীনি দাওয়াতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

৩. الأدب والأخلاق বা শিষ্টাচার ও ভদ্রতা :

বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও শরীয়াতের বিভিন্ন আমলের জন্য আদব ও আখলাক একটি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আদব ও আখলাক ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা কোনো এবাদতই কবুল করবেন না। যেমন নাবী ﷺ বলেন :

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

ইহসান হলো : তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, তুমি যদি তাঁকে নাও দেখতে পাও তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।[৫৩]

ইহসান হলো : সলাতের আদব ও আখলাক, আর আদব ও আখলাক ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কোনোও এবাদত কবুল করবেন না।

একজন দাঈ'র আদব-আখলাক হলো : মানুষকে হিকমাত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় দীনের দাওয়াত দেয়া। অবশ্যই কঠোর ও ধমকের সুরে নয়। বরং মানুষকে নম্র-ভদ্র ভাষা, কোমল হৃদয় ও উত্তম নসীহাহ প্রদানের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দিতে হবে এবং উত্তম শব্দ চয়ন ও সরল বাক্য দ্বারা উত্তম পন্থায় মানুষের সংগে দীনি কথাবার্তা আদান-প্রদান করা দাওয়াতে দীনের আদব। ***...৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন***

[৫১] *সহীহ বুখারী হা : ২৪৯৬*
[৫২] *সূরা নাহল আয়াত : ৪৩*
[৫৩] *সহীহ বুখারী হা : ৫০*

আত্মহত্যার কারণ ও প্রতিকার

মো: আব্দুল্লাহ আইউব*

নিজের জীবন যে কোনো পন্থায় নিজেই শেষ করে দেওয়ার নাম আত্মহত্যা। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে এ সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন আত্মহত্যা করে। ধারণা করা হয়ে থাকে, বিশ্বজুড়ে বছরে ৮ থেকে ১০ লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে আত্মহত্যা করে। [সময় নিউজ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১] বাংলাদেশের চিত্রও আশঙ্কাজনক। তরুণদের সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪ হাজার ৪৩৬ জন নারী-পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। [প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০২১] বিবিসির ২৯ জানুয়ারি ২০২২ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২১ সালে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা কত প্রকট আকার ধারণ করেছে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায়। অথচ সকল ধর্মমতে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। কারণ মানুষ নিজের মৃত্যুর মালিক নয়, জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন:

﴿ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

অর্থ: তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[৫৪] তাই কোনো অবস্থাতেই নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দেয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا () وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾

অর্থ: তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর কেউ সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করে তা করলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। আর তা আল্লাহর পক্ষে সহজ।[৫৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

অর্থ: তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিও না।[৫৬] রাসূল ﷺ বলেন:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

অর্থ: দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়ে শাস্তি প্রদান করা হবে।[৫৭] রাসূল ﷺ আত্মহত্যার শাস্তি সম্পর্কে আরো বলেন: যে ব্যক্তি নিজে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। সেখানে অনন্তকাল ধরে এভাবে সে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার হাতে বিষ থাকবে। অনন্তকাল ধরে জাহান্নামে সে এভাবে নিজেকে বিষ খাইয়ে মারতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে তার হাতে ধারালো অস্ত্র থাকবে যা দ্বারা অনন্তকাল ধরে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[৫৮]

ইসলাম প্রত্যেক মানুষের জন্য পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। তা হচ্ছে ধর্ম, জীবন, মেধা, সম্পদ ও মান-সম্মান। এগুলোর প্রত্যেকটি সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জীবন সংরক্ষণের জন্য অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

অর্থ: তোমরা মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন।[৫৯] অন্যায়ভাবে কোনো

---

* শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব

[৫৪] সূরা ইউনুস আয়াত: ৫৬

[৫৫] সূরা আন-নিসা আয়াত: ২৯-৩০

[৫৬] সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৯৫

[৫৭] সহীহ বুখারী হা: ৬০৪৭, সহীহ মুসলিম হা: ১১০

[৫৮] সহীহ বুখারী হা: ৫৪৪২, সহীহ মুসলিম হা: ১০৯

[৫৯] সূরা আন'আম আয়াত: ১৫১

মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষ হত্যা করার সমান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

অর্থ: হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ কোনো মানুষকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল।[৬০] পাশাপাশি অন্যায়ভাবে হত্যা করলে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান ফরজ করা হয়েছে।[৬১] জীবন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে হারাম বস্তু ভক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই তিনি মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহকৃত প্রাণী তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে যে অবাধ্য এবং সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বাধ্য হবে, তার কোনো পাপ নেই।[৬২] জীবন সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজনে কুফরি কথা বলার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ: যারা ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরি দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ইমানে পরিতৃপ্ত।[৬৩] এমনকি কোনো বিপদ-আপদে নিমজ্জিত হয়েও মৃত্যুর আশাও করা যাবে না।

রাসূল ﷺ বলেন: তোমাদের কেউ কোনো বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থায় পড়ে যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে বলবে: হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততদিন আমাকে জীবিত রাখ, আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই কল্যাণকর হয়, তখন আমার মৃত্যু দাও।[৬৪] ইসলামে জীবন সংরক্ষণের জন্য যেখানে এত ব্যবস্থা সেখানে আত্মহত্যা কত বড় অপরাধ তা সহজেই অনুমেয়।

আত্মহত্যার বহুবিধ কারণের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল: ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়: মানুষের মধ্যে যদি ইসলামী তরবিয়ত, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, তাক্বদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদির পূর্ণ জ্ঞান না থাকে, তবে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হতে পারে।

মানসিক সমস্যা: আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ হল মানসিক সমস্যা। গবেষণায় দেখা গেছে ২৭% থেকে ৯০%-এরও বেশি সময় আত্মহত্যার সাথে মানসিক সমস্যা সম্পর্ক থাকে।[৬৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের প্রধান ড. মো. কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, আত্মহত্যার অনেক কারণ থাকতে পারে, তন্মধ্যে একটি মানসিক চাপ। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মানসিক চাপ থাকে। চাপটা বেশি হয়ে গেলে কারো কারো মনে হয়, তিনি আর সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তখন জীবন থেকে পালানো বা আত্মহত্যার পথটাই তার কাছে সহজ মনে হয়।[৬৬]

পারিবারিক কলহ: দাম্পত্য কলহের কারণে অনেক সময় স্বামী বা স্ত্রী আত্মহত্যা করে থাকে। অনেক সময়

[৬০] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত: ৩২*
[৬১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৭৮*
[৬২] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৭৩*
[৬৩] *সূরা আন-নাহল আয়াত: ১০৬*
[৬৪] *সহীহ বুখারী হা: ৬৩৫১, সহীহ মুসলিম হা: ৬৭০৭*
[৬৫] *ডক্টরস ডায়ালগ ১৮ জুন ২০২০ ইং*
[৬৬] *জাগো নিউজ ২৪, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং*

সন্তানরা বাবা-মায়ের নিত্য কলহের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারায় আত্মহত্যা করে।

প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া: সবার মেধা সমান নয়, সবাই ক্লাশে ফার্স্ট হবে না, পাশ করেও সবাই ভাল চাকরি পাবে না, জীবনের সকল আশা পূরণ হবে না এগুলো চরম বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের অনেক অভিভাবক সন্তানদের প্রতি তাদের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়াতে বকা-ঝকা করে; ফলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেক সময় আবার নিজেরাই নিজেদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তাছাড়া অনেক সময় বিভিন্ন রোগের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ও মাদকাসক্ত হয়েও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

আত্মহত্যা থেকে বেঁচে থাকার উপায়: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় করা: আত্মহত্যার চিন্তা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস মজবুত করা। সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, এ পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিপদ-আপদ; যা কিছু সংঙ্ঘটিত হয় তা আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এবং তিনি পূর্ব থেকেই তা জানেন। অল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ () لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ () لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾

অর্থ: পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে, তা সংঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ। তা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন হতাশ না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যেন তোমরা আনন্দিত না হও।[৬৭] রাসূল ﷺ বলেন:

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ،

অর্থ: জেনে রাখ! যদি পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার সামান্যতম উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা কোনো উপকারই করতে পারবে না। আর যদি পৃথিবীর সকল মানুষ তোমার সামান্যতম ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।[৬৮] আর আমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাতেই রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ, যদিও আমরা তা উপলব্ধি করতে না পারি। তাই জীবনের সকল ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে তাক্বদীরের কথা স্মরণ করলে আত্মহত্যার চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

আল্লাহর যিকির করা: সর্বাবস্থায় মহান রব্বুল আলামীনকে স্মরণ করার মাধ্যমে আত্মহত্যার চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা যায়। কেননা আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মানসিক সমস্যা। আর একথা সত্য যে, মানসিক সমস্যা দূর করে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করতে আল্লাহর যিকিরের বিকল্প কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থ: জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণেই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।[৬৯]

আল্লাহর ব্যাপারে সু-ধারণা রাখা: আত্মহত্যার চিন্তা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম আল্লাহর ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা। কারণ মানুষ যদি বিপদ-আপদে নিমজ্জিত হয়ে হতাশ না হয়ে এ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপদ দিয়েছেন, তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন, তবে আত্মহত্যার

[৬৭] *সূরা আল-হাদীদ আয়াত: ২২-২৩*

[৬৮] *তিরমিযী সহীহ হা: ২৫১৬*

[৬৯] *সূরা আর-রাদ আয়াত: ২৮*

প্ররোচনা থেকে দূরে থাকা সম্ভব। রাসূল ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: أنا عند ظن عبدي بي অর্থ: আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি [তার সাথে] থাকি।[৭০]

অর্থ অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াত করা: কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়। অর্থ অনুধান করে পড়লে ঈমান বৃদ্ধি পায়, অন্তর বিগলিত হয় ও মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾

অর্থ: আর যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।[৭১] আর ঈমান বৃদ্ধি পেলে আত্মহত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

ধৈর্য ধারণ করা: মানুষের জীবনের প্রতিটি দিন একরকম কাটে না। কখনো দিন কাটে সুখে, কখনো কাটে দুঃখে। কখনো আসে সচ্ছলতা, আবার কখনো দেখা দেয় অভাব-অনটন ও দরিদ্রতা। কখনো ভোগ করে সুস্থ্যতা, কখনো আক্রান্ত হয়ে পড়ে রোগে। কখনো বিজয়, কখনো পরাজয়। কখনো সম্মান আবার কখনো অপমান। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থ: আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। [হে নবী! এক্ষেত্রে] ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দাও।[৭২] তাই সকল ধরনের প্রতিকূল মূহূর্তে ধৈর্য ধারণ করলে আত্মহত্যার চিন্তা থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকে সন্তুষ্ট থাকা: অনেক মানুষ তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অর্থ না পেয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে, চাকরি হারিয়ে আত্মহত্যার চিন্তা করে। অথচ রিজিক আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। তাই আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। রাসূল ﷺ বলেন:

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ»

অর্থ: ঐ ব্যক্তি সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনমত রিজিক তাকে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে পরিতৃপ্তি দেওয়া হয়েছে।[৭৩] রাসূল ﷺ আরো বলেন: ধন-সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনী নয়, অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী।[৭৪]

সালাতের হেফাযত করা: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম আত্মহত্যার প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কেননা প্রকৃত সালাত আদায়কারীকে শয়তান কখনো আত্মহত্যার দিকে প্ররোচিত করতে পারে না। সে সকল ধরনের বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত সালাতের মাধ্যমে দূরভীত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ অর্থ: তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।[৭৫] রাসূল ﷺ কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।[৭৬]

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা: আত্মহত্যার প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দু'আ করা। কারণ একজন মুসলিমের বিপদে সফলতা অর্জনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে দু'আ। সে বিপদে নিমজ্জিত হয়ে, তা থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে ও তার বড় অস্ত্র দু'আকে ব্যবহার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾

অর্থ: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির আহবানে কে সাড়া দেয়? কে বিপদ-আপদ দূরীভূত করে?[৭৭]

পরিশেষে বলব, জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই নিজের জীবন নিজেই শেষ করা বা আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আত্মহত্যা থেকে বাঁচতে ইসলামী মূল্যবোধের ওপর জীবন পরিচালনা করতে হবে, বিপদে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাক্বদীরের ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে।

---

[৭০] *সহীহ বুখারী হা: ৭৫০৪, সহীহ মুসলিম হা: ২৬৭৫*
[৭১] *সূরা আল-আনফাল আয়াত: ২*
[৭২] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৫৫*
[৭৩] *সহীহ মুসলিম হা: ২৩১৬*
[৭৪] *সহীহ বুখারী হা: ৬৪৪৬, সহীহ মুসলিম হা: ২৩১০*
[৭৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ৪৫*
[৭৬] *আবূ দাউদ হাসান হা: ১৩১৯*
[৭৭] *সূরা আন-নাম্‌ল আয়াত: ৬২*

মানব দেহের বিভিন্ন উপাদানের রহস্য

মোঃ হারুনুর রশিদ।*

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে রহস্যে ভরা মানবদেহ।

পক্ষান্তরে জ্ঞানসমৃদ্ধ পূর্ণ ঈমানদীপ্ত মানুষ অবশ্যই নিজের শারীরিক গঠনের বিকাশ এবং এর কার্য নৈপুণ্যতা নিয়ে গভীর গবেষণা করে থাকে। তাই আল-কুরআন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল লোকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে, 'একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে যেমন অসংখ্য প্রমাণ তেমনি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে অনেক নির্দেশনা। তারপরেও কি তোমরা তা দেখবে না?'

বিষয়বস্তুঃ মানব দেহের বিভিন্ন উপাদানের রহস্য (The mystery of the different elements of the human body)

মানবদেহের রাসায়নিক উপাদানঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

" As also in your own selves: Will you not than see. On the earth are signs for those of assured Faith,"

অর্থঃ বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?[৭৮]

মানবদেহের কী কী নিদর্শন সমগ্র দেহকে সুগঠিত করেছে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রায় ৩০টি উপাদান একান্ত প্রয়োজনীয়। তারা অণু হিসেবে দেহের তরল পদার্থের মধ্যে থাকে। মানুষের শরীরকে সচল রাখার জন্যে এই ৩০টি উপাদান হলো-

আর্সেনিক, ব্রোমিন, ক্যাডমিয়াম, ক্যালসিয়াম, কার্বন, ক্লোরিন, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, তামা, ফ্লুয়োরিন, হাইড্রোজেন, আয়োডিন, লোহা, লিবিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডিনাম, নিকেল, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সেলেনিয়াম, সিলিকন, সোডিয়াম, স্ট্রংটিয়াম, গন্ধক, টিন, ড্যানাডিনাম ও জিংক বা দস্তা। এর মধ্যে হাইড্রোজেন (৬৩ %), অক্সিজেন (২৫ %), কার্বন (১০ %) ও নাইট্রোজেন (১.৪ %) এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং তারা একসঙ্গে শরীরের মোট mass বা ভরের পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি। আয়োডিন, সেলেনিয়াম, তামা ও ফ্লুয়োরিন খুব কম মাত্রায় (দশ লক্ষ ভাগের ১০ ভাগেরও কম) থাকে।

বিস্ময়কর মানুষ সৃষ্টির উপাদানঃ

প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে এ মাটিকে কাদামাটি, পোড়ানো শুকনো মাটি, মাটির নির্যাস ইত্যাদি অভিধায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলো ছিল মাটি থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর দেহ সৃষ্টি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর দেহ সৃষ্টির পর আল্লাহ সে দেহ থেকে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুরুষ ও নারীর মিলনে উদ্ভূত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে মানুষের জন্ম লাভের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানেও কোনো না কোনোভাবে প্রভাব বিদ্যমান থাকছে মৃত্তিকাজাত উপাদানের। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে মানুষের সৃষ্টির এ উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন-

(ক) মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾

Among His Signs in this, that He created you from dust;

---

*রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স, মেম্বার: Qur'an Research Foundation ফরক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর.

[৭৮] সূরা আয-যারিয়াত আয়াত: ২০/২১

অর্থঃ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।[৭৯]

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾

"He Who has made everything which He has created most good: He began the creation of man with (nothing more than) clay,"

অর্থঃ যিনি তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।[৮০]

(খ) মানুষকে পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾

He created man from clay sounding like unto pottery.

অর্থঃ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।[৮১]

(গ) মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾

Man We did create from a quintessence (of clay)

অর্থঃ আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।[৮২]

(ঘ) মানুষকে শুকনো কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

We created man from sounding clay, from mud moulded into shape;

[৭৯] *সূরা আল-রুম আয়াত: ২০*
[৮০] *সূরা আস-সাজদাহ আয়াত: ৭*
[৮১] *সূরা আর-রাহমান আয়াত: ১৪*
[৮২] *সূরা আল-মুমিনুন আয়াত: ১২*

অর্থঃ আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।[৮৩]

(ঙ) মানুষকে আঠালো মাটিতে সৃষ্টি করা হয়েছে: আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আঠালো মাটিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন-

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾

I created them from sticky clay!

অর্থঃ আমিই তাদেরকে আঠালো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।[৮৪]

(চ) মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾

It is He Who has created man from water.

অর্থঃ তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে।[৮৫]

(ছ) মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে নির্গত তরল থেকে মানুষের সৃষ্টি : আধুনিক জননেন্দ্রিয়গুলো যেমন পরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাশয়, কিডনির কাছে মেরুদণ্ড স্তম্ভ এবং সহস্রাধিক পাঁজরের হাড়ের মধ্যে বিকশিত হওয়া শুরু করে। এরপর সেগুলো ক্রমশ নিচে নেমে আসে। স্ত্রীর ডিম্বাশয় মেরুদণ্ডের নিচে ও নিতম্বের মাঝখানে অস্থি কাঠামোর মধ্যে এসে থেমে যায়। কিন্তু পুরুষের শুক্রাণু উরুর গোড়ার নালী দিয়ে অণ্ডকোষের থলিতে নেমে আসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর জননেন্দ্রিয় নিচে নেমে আসার পরও মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝে অবস্থিত উদরসংক্রান্ত ধমনি থেকে এ অঙ্গগুলো উদ্দীপনা ও রক্ত সরবরাহ গ্রহণ করে। এ কাজে সহায়ক হিসেবে রসজাতীয় পদার্থ বহনকারী নালী ও শিরাগুলো একই এলাকায় গিয়ে মিলিত হয়। মানুষের জন্মগ্রহণের এ প্রক্রিয়া নির্দেশ করে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

[৮৩] *সূরা আল-হিজর আয়াত: ২৬*
[৮৪] *সূরা সাফ্ফাত আয়াত: ১১*
[৮৫] *সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ৫৪*

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ () خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ () يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

Proceeding from between the backbone and the ribs:He is created from a drop emitted-Now let man but think from what he is created!

অর্থঃ এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। অতএব, মানুষের দেখা উচিত কী বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে।[৮৬]

(জ) মানুষকে নুতফাহ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : সাম্প্রতিককালে অণুজীববিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য গড়ে ৩০ লক্ষ শুক্রাণু থেকে মাত্র ১টি শুক্রাণু আবশ্যক । অর্থাৎ ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের জন্য প্রয়োজন নির্গত শুক্রকীটের ০.০০০০৩% বা তিন মিলিয়ন ভাগের ১ ভাগ ! আল-কুরআনে মানুষ সৃষ্টির এ অতি অল্প পরিমাণ শুক্রাণুর প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য নুতফাহ তথা অতি সামান্য পরিমাণ তরল বীর্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

He has created man from a sperm-drop;

অর্থঃ তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন।[৮৭]

এছাড়া আল-কুরআনের ১৮ : ৩৭, ২২ : ৫, ২৩ : ১৩, ৩৫ : ১১, ৩৬ : ৭৭, ৪০ : ৬৭, ৫৩ : ৪৬, ৭৬ : ২, ৭৬ : ৩৭, ৮০ : ১৯ আয়াতসমূহে একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

(ঝ) মানুষকে 'নুতফাতুন আমশাজ, থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে: আল-কুরআনে মানুষের সৃষ্টিশৈলী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾

Verily We created Man from a drop of mingled sperm.

অর্থঃ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে। [৮৮]

আয়াতের نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ অর্থ হলো মিশ্রিত তরল পদার্থ। আল-কুরআনের তাফসীরকারদের মতে, এখানে মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নিঃসৃত তরলের মিশ্রণকে বোঝানো হয়েছে। নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিশ্রিত হওয়ার পরও ভ্রূণ নুতফাহ আকারে অবস্থান করে। মিশ্রিত তরল পদার্থ দ্বারা শুক্রাণু জাতীয় তরল পদার্থকেও বোঝানো হতে পারে যা বিভিন্ন লালাগ্রন্থির নিঃসৃত রস থেকে তৈরি হয়ে থাকে। এ হিসেবে نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ দ্বারা বোঝায় নারী ও পুরুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু এবং এগুলোর চারপাশের তরল পদার্থের কিছু অংশ ।

(ঞ) মানুষকে সুলালাহ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে : আল-কুরআনে মানুষের জন্ম প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾

And made his progeny from a quintessence of the nature of a fluid despised.

অর্থঃ অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।[৮৯]

আরবি শব্দ 'সুলালার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর অর্থ একটি তরলের সাধারণ নির্যাস, স্বল্প পরিমাণ তরল ও একটি মৎস্য সদৃশ কাঠামো। উল্লেখ্য, মানুষের শুক্রাণু একটি লম্বা আকৃতির মাছের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। অধিকন্তু প্রত্যেক বীর্যপাতের সময় ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন শুক্রাণু নির্গত হয়, যা থেকে কেবল ২০০টি শুক্রাণু ৫ মিনিটের মধ্যে নিষিক্তকরণ অঞ্চলে পৌছে যায়। সেসব থেকে কেবল একটি শুক্রাণুকেই ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্তকরণের জন্য নিংড়ে নেওয়া হয়।

[৮৬] *সূরা আত-তারিক আয়াত: ৫-৭*
[৮৭] *সূরা নাহল আয়াত: ৪*
[৮৮] *সূরা দাহর আয়াত: ২*
[৮৯] *সূরা আস-সাজদাহ আয়াত: ৮*

অধিকন্তু শুক্রাণুগুলো সামান্য পরিমাণ তরলের রূপ ধারণ করে, যা ৩.৫ থেকে ৫.০ মিলিমিটারের বেশি নয়। অতএব কারণে কুরআনের 'সুলালা' শব্দটি কেবল যথার্থ বর্ণনাই প্রদান করে না; বরং এই উপধাপের অঙ্গসংস্থান এবং শরীরতাত্ত্বিক গঠনকেও নির্দেশ করে। আরো উল্লেখ্য, কুরআন মাজিদ এই ধাপে কেবল পুরুষের বীর্য সম্পর্কে নির্দেশ করে। আর তাও ভ্রূণবিদ্যার সাম্প্রতিক জ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

বিস্ময়কর মানবদেহের উপাদানঃ

মানব শরীর সত্যি বিস্ময়কর! এটি একটি অভূতপূর্ব মেশিন। এই আশ্চর্য মেশিনটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক দিয়ে, যার নাম চামড়া। এর উপরিভাগে আবার রয়েছে ১ কোটি লোমকূপ।

প্রতিদিন মানুষের দেহে চামড়া থেকে ঝরে পড়ে অসংখ্য মৃত ত্বক-কোষ। হিসেব করে দেখা গেছে, একজন পূর্ণবয়স্ক দেহ থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঝরে পড়ে প্রায় ৬ লক্ষ ত্বক-কোষ। এক বছরে ওই ঝরে পড়া ত্বক-কোষের ওজন দাঁড়ায় প্রায় পাউন্ড। একজন মানুষের দেহে চামড়া রয়েছে ২০ বর্গফুট।

মানব দেহকে সচল রাখার জন্য যে পরিমাণ ফসফরাস আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা দিয়ে ২২০০ দিয়াশলাই বানানো যাবে। যে পরিমাণ চর্বি আছে তা দিয়ে বড় মাপের ৭টি কেক, ১টি কাপড় কাচার সাবান ও ৭৬টি মোমবাতি বানানো যাবে এবং পানি দেওয়া হয়েছে ১০ গ্যালন। যে পরিমাণ কার্বন আছে তা দিয়ে ৯০০০টি পেন্সিলের শিস তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ লোহা আছে তা দিয়ে বড় ধরনের ২ ইঞ্চি পেরেক তৈরি করা যাবে। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তা দিয়ে ২৫ পাওয়ারের একটি বাল্বকে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব।

এই মানুষ শ্বাস-নিঃশ্বাসের জন্য যে পরিমাণ বাতাস ব্যবহার করে, তা দিয়ে ৩৫ লক্ষ বেলুন ফোলানো যাবে। এই দেহে যে পরিমাণ চুন আছে, তা দিয়ে একটি ঘরকে অনায়াসে চুনকাম করা যেতে পারে।

শরীরে গন্ধক আছে দশতলা। লবণ আছে প্রায় ৬ চামচ। রক্ত আছে ৪ গ্যালন। আর হাড় আছে শিশু বয়সে ২০৭টি। কিন্তু বয়স বাড়লে তা কমে দাঁড়ায় ২০৬ টিতে।

প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন নার্ভসেল আছে এর মধ্যে ব্যবহার হয় মাত্র ৭০ লক্ষ সেল।

মস্তিষ্কের মেমোরি সেল প্রতিটি সেকেন্ডে ১০টি নতুন তথ্যকে স্থান করে দিয়ে থাকে। মানুষের দেহে মোট গিরার পরিমাণ আছে ১০০টি। এ গিরা না থাকলে কোন দিকে বাঁকানো যেত না। আমাদের শরীরে যত ধমনী, শিরা-উপশিরা রয়েছে, তার সবগুলোকে বাইরে এনে একটার সাথে একটাকে জড়িয়ে লম্বা করতে থাকলে এর পরিমাণ হবে ৬০ হাজার মাইল। অর্থাৎ একটি মানুষের শরীরের শিরা- উপশিরা দিয়ে একজন মানুষ গোটা পৃথিবী প্রায় ৩ বার ঘুরে আসতে পারবেন। একজন মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য যে শিরা বানানো হয়েছে, তার সবগুলোকে পাশাপাশি সাজালে দেড় একর জমির প্রয়োজন হবে। মানবদেহে প্রতিদিন ২০০ বিলিয়ন নতুন রক্ত কণিকা উৎপন্ন হচ্ছে।

একটি কম্পিউটার খুললে আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য তার সংযোজন করে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি মানবদেহের মস্তিষ্কের সাথে সংযোজন রয়েছে, শিরা, উপশিরা, ধমনী, স্নায়ু ইত্যাদি বহুরূপী অসংখ্য তার। ফলে আমরা যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে পারি। এখন প্রশ্ন, মানবদেহের এই সংখ্যক শিরা, উপশিরা, ধমনী, স্নায়ু ইত্যাদি এত সুন্দর-সুশৃঙ্খল-সুনিপুণভাবে সংযোজন করলেন কে? একটি কম্পিউটারের যদি একজন আবিষ্কারক থেকে থাকেন, তবে মানবদেহের মতো এত নিখুঁত-নির্ভুল-নিপুণ কম্পিউটারের কোনোই সৃষ্টিকর্তা নেই, এটি কোন যুক্তিতেই টেকে?

মানুষের চোয়াল এতই শক্তিশালী যে, প্রতিবারে ২৭৯ কেজি ওজন বলপ্রয়োগ করতে পারে। হাড়গুলো স্টিলের চেয়েও শক্ত। আমাদের রুচিবোধের জন্য অর্থাৎ কোনটা আমরা পছন্দ করি, কোনটা আমরা অপছন্দ করি এটি বলে দেওয়ার জন্য রয়েছে ৯০০০ ছোট সেল। এ গুলোকে যথারীতি সাহায্য করার জন্য রয়েছে আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ নার্ভসেল।

মানুষের মস্তিষ্ক ১০ ওয়াটের বাল্বকে সমান শক্তি প্রয়োগ করে। মানুষের ফুসফুস থেকে বের হওয়ার বায়ুর তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং হাতের তালুর তাপমাত্রা ২৫-৩০ সেন্টিগ্রেড। দেহের অনুভূতির জন্য ৪০ লক্ষ বহুর্মুখী সেল দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবদেহে যে কত কিছু দান করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করলে বিশালাকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾

Him who created thee.Fashioned thee in due proportion, and gave thee a just bias.

অর্থঃ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।[৯০]

যিনি দয়া করে, অনুগ্রহ করে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন, এই পৃথিবীতে সে যেন জীবন ধারণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করেছেন, যাবতীয় ব্যবস্থা যিনি করে যাচ্ছেন, তাঁর দাসত্ব না করে মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করছে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থায় যাবতীয় কাজকর্ম করে যাচ্ছে। একটি বারের জন্যই চিন্তা করছে না যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, প্রতি মুহূর্তের জন্য করুণা ধারায় সিক্ত করছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে, কোন সে বৈজ্ঞানিক যিনি মায়ের গর্ভে গভীর অন্ধকার প্রকষ্ঠে শুক্রাণু থেকে এরূপ বিস্ময়কর শিল্প নৈপুণ্যে ভরা মানুষ সৃষ্টি করলেন? কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ।[৯১]

[৯০] *সূরা আল-ইনফিতার আয়াত: ৭*

[৯১] ***সহায়ক গ্রন্থসমূহ-***
মানবদেহের রাসায়নিক উপাদানঃ
১। সাইন্টিফিক আল কুরআন, পৃষ্ঠাঃ ৫৩
২। মানবদেহের ঘটনাবলী, পৃষ্ঠাঃ ০৫
৩। পত্রিকাঃবার্তা ২৪(২২/০৬/২০২২)
বিস্ময়কর মানুষ সৃষ্টির উপাদানঃ
১। আল-কুরআন ও হাদীসে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা, পৃষ্ঠাঃ ১২৩
২। আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য, পৃষ্ঠাঃ১০০

দাওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা

(২২ পৃষ্ঠার পর থেকে)

আর আদব-আখলাকের সর্বজনীন দিক হলো : সৃষ্টির সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। যেমন নাবী ﷺ বলেন :

«اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

তুমি যেখানে থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর, পাপের সাথে সাথে সওয়াবের কাজ কর তাহলে উক্ত সওয়াব পাপকে মুছে দেবে এবং মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ কর।[৯২]

আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আদববান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে একজন দাঈ'র ওপর অপরিহার্য্য কর্তব্য হলো দাওয়াতে দীনের ক্ষেত্রে আদব ও আখলাকের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া, সেই সাথে মানুষকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ, শরীয়াতের ফারযিয়াত বা আবশ্যকীয় আমলগুলোর পাশাপাশি আদব ও আখলাকের প্রতি দাওয়াত দেয়া অতি প্রয়োজন। আর এটাই দীনের প্রতি জাতিকে দাওয়াত দেয়ার প্রকৃত বিষয়বস্তু ও দীনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও মৌলিকত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। ***(চলবে ইনশা আল্লাহ)***

হালাল উপার্জন ও ঋণ পরিশোধের দু'আ

«اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়াগনিনী-বিফাদ্বলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।

অর্থ : হে আল্লাহ ! হালাল কামাই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়। হারামের যেন দরকারই না হয়। আর তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর, যাতে অন্য কারো মুখোপেক্ষী হতে না হয়।[৯৩]

বিস্ময়কর মানবদেহের উপাদানঃ
১। তাফসীরে সাঈদী(আমপারা), পৃষ্ঠাঃ২০৮
২। যুক্তির নিরিখে স্রষ্টার অস্তিত্ব, পৃষ্ঠাঃ ৮৮

[৯২] *তিরমিযী হা : ১৯৮৭ সনদ হাসান*

[৯৩] মুসনাদ আহমাদ হা: ১৩১৮

স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা

সাইদুর রহমান*

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়। আর পরিশ্রম করার ফলে শরীর হয়ে যায় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এই ক্লান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন। ঘুমের মাঝে মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখে। কখনো আকাশে চলে যায় আবার কখনো বাঘের সাথে পাঞ্জা লড়ে। বর্তমানে কিছু লোক স্বপ্নের অবান্তর কিছু ব্যাখ্যা করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

স্বপ্নের প্রকারভেদ:

স্বপ্ন তিন প্রকার- (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদরূপী স্বপ্ন (২) শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষকে চিন্তিত করার জন্য স্বপ্ন ও (৩) মানুষের চিন্তাভাবনা থেকে স্বপ্ন। রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتْفُلْ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ.

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকারঃ (১) ভাল স্বপ্ন হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সুসংবাদস্বরূপ। (২) আরেক প্রকার স্বপ্ন হলো শয়তানের নিকট হতে মু'মিনের জন্য দুশ্চিন্তাস্বরূপ। (৩) আরেক প্রকার স্বপ্ন হলো মানুষের মনের চিন্তা-ভাবনা (সে যা চিন্তা করে তা-ই স্বপ্নে দেখে)। অতএব, তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন উঠে যায় এবং (বাম দিকে) থুথু ফেলে এবং তা লোকের নিকট না বলে,।[৯৪]

ভালো স্বপ্ন দেখলে করণীয়:

কখনো মানুষ ভালো স্বপ্ন দেখে আবার কখনো খারাপ স্বপ্ন দেখে। ভালো স্বপ্ন সাধারণত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; এ জন্য আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ভালে স্বপ্ন দেখলে কী করতে হবে তা বলে গেছেন। যেমন- তিনি বলেন,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا.

যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করে।[৯৫] এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করা ও বিজ্ঞ কোনো আলেমের কাছে তার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া উচিত। এ হাদীসের টীকায় বিন বায (র) বলেন, 'ভালো স্বপ্ন দেখলে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট বলা মুস্তাহাব।[৯৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ আলেম যদি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানেন তাহলে বলবেন, অন্যথায় অহেতুক ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকবেন। কেননা নবী ﷺ বলেন,

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ " . قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ " وَلاَ يُحَدِّثُ بِهَا إِلاَّ لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا.

মু'মিনের স্বপ্ন নবূওয়াতের চল্লিশ ভাগের একভাগ। স্বপ্নের ব্যাপারে যে পর্যন্ত আলোচনা করা না হয় সে পর্যন্ত এটা পাখির পায়ে (ঝুলে) থাকা জিনিসের মতো। আলোচনা করার সাথে সাথে তা যেন পা হতে পড়ে

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৯৪] তিরমিযী হা: ২২৭০
[৯৫] সহীহ বুখারী হা: ৬৯৮৫
[৯৬] ফাতহুল বারী ১৫ খণ্ড ৪৮২ পৃ:

গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ কথাটুকুও বলেছেনঃ আর স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি যেন জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা পছন্দীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনা না করে।[৯৭] বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু লোক স্বপ্নের অহেতুক ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাদের এই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয়:

মন্দ স্বপ্ন সাধারণত শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কারণ শয়তানের কাজই হলো মানুষকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির মাঝে রাখা। কেউ যদি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহলে তাকে কী করতে হবে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنْ اللهِ فَلْيَحْمَدْ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

যখন কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোনো স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, মনে করবে তা শয়তানের তরফ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।[৯৮] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখলে তাকে পাঁচটি কাজ করতে হবে। (১) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে, অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম বলবে, (২) বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে, (৩) পার্শ্ব পরিবর্তন করবে, (৪) সালাত আদায় করবে ও (৫) কারো কাছে তা বর্ণনা করবে না। যদি এই পাঁচটি কাজ করে তাহলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৯৯]

স্বপ্ন বানিয়ে বলার পরিণতি:

অনেক মানুষ আছে, যারা ঠাট্টা- মশকারাচ্ছলে বা কাউকে হাসানোর উদ্দেশ্যে বানিয়ে স্বপ্ন বলে থাকে; অথচ সে জানে না তার পরিণতি কী হবে। রাসূল ﷺ বলেন,.

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ.

যে লোক এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি তাকে দু'টি যবের দানায় গিট দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে; অথচ সে তা কখনও পারবে না"।[১০০] ভাই মানুষকে হাসানোর জন্য কেন আপনি মিথ্যা কথা বলেন? রাসূল ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

সেই লোক ধ্বংস হোক যে মানুষদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক"।[১০১]

অতএব, ভাই আপনি বানিয়ে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

নবী ﷺ কে কি স্বপ্নে দেখা যায়?:

অনেকের মুখ থেকে শুনা যায় নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শনের কথা; বিশেষ করে আলেম সমাজে। আসলেই কি নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা যায়? হ্যাঁ, নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা যায়। একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

[৯৭] *তিরমিযী হা: ২২৭৮*
[৯৮] *সহীহ বুখারী হা: ৭০৪৫*
[৯৯] *ফাতহুল বারী ১৫ খণ্ড ৪৮৩ পৃ:*
[১০০] *সহীহ বুখারী হা: ৭০৪২*
[১০১] *তিরমিযী হা: ২৩১৫*

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে লোক আমাকে স্বপ্নে দেখে সে শিগগিরই জাগ্রত অবস্থাতেও আমাকে দেখবে। কেননা শয়ত্বান আমার আকৃতি ধরতে পারে না।[১০২] এ হাদীসের ব্যাখ্যা স্বয়ং ইমাম বুখারী করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছে, সে মূলত তাকেই দেখেছে। অর্থাৎ সহীহ হাদীসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে দেহাবয়ব বর্ণনা করা হয়েছে সেই আকৃতিতে যে ব্যক্তি দেখেছে সে মূলত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছে। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে কেউ যদি বলতেন যে, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখেছি তাহলে তারা জিজ্ঞেস করতেন তুমি কেমন আকৃতিতে তাকে দেখেছো? যদি ঐ ব্যক্তির বর্ণনা হাদীসে বর্ণিত দেহাবয়বের সাথে মিলে যেত তাহলে তারা সত্যায়ন করতেন। আর যদি না মিলতো তাহলে বলতেন তুমি মিথ্যা বলেছো।[১০৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাদীসে বলা হয়েছে যে, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। হাদীসে কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, শয়ত্বান দাবি করতে পারে না। অর্থাৎ শয়ত্বান স্বপ্নে দাবি করতে পারবে যে আমি নবী; কিন্তু সে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আসল আকৃতি ধারণ করতে পারবে না। বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেই- একজন লোক স্বপ্নে দেখছে যে, একজন ধবধবে সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বলছে, আমি নবী। তুমি অনেক ভালো মানুষ, ইবাদত করতে করতে তুমি কামেল দরজার পৌঁছে গেছো। অতএব এখন তোমার আর সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত ও শরীয়াতের কোনো বিধান পালন করাই জরুরি না। আমরা বলবো, ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে যাকে দেখেছে তিনি নবী নন। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাড়ি ধবধবে সাদা ছিল না। হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশটির অধিক দাড়ি পাকেনি। আমরা আগেও বলেছি যে, শয়তান কিন্ত নিজেকে নবী দাবি করতে পারবে, সে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আসল আকৃতি ধারণ করতে পারবে না। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমূর্ষাবস্থাও দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে সালাতে উপস্থিত হয়েছেন। আর এই স্বপ্নের মাঝে তাকে ইবাদত করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অতএব বুঝাই যাচ্ছে এটা নবী নন, বরং শয়তান তার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, কেউ যদি স্বপ্ন দেখে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কোনো কাজ করতে আদেশ করছেন বা নিষেধ করছেন, তাহলে এক্ষেত্রে তার করণীয় কী? এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আদিষ্ট বা নিষেধকৃত বিষয়টি ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কি না। যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে করা যাবে না, আর যদি সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে করা যাবে। যেমন- কেউ স্বপ্নে দেখলো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দান করার জন্য বলছেন তাহলে ঐ লোকটি দান-সাদাকাহ করবে; কারণ দান-সাদাকাহ শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক না, বরং শরীয়াত দান-সাদাকাহ করার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বাণী উচ্চারণ করেছে। আর কেউ যদি স্বপ্নে দেখে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মাজারে গিয়ে গরু জবাই করার জন্য আদেশ করছেন তাহলে এটা বাস্তবায়ন করা যাবে না, কারণ এটা শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক।[১০৪]

বিবেকবিরোধী স্বপ্নঃ

কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো ফেরেশতা তাকে মন্দ কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে এই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে মন্দ কাজ করা যাবে না; কারণ ফেরেশতা কখনো মানুষকে মন্দ কাজ করার জন্য আহ্বান জানান না। সুতরাং এটা বিবেকবিরোধী স্বপ্ন, এর ওপর আমল করা যাবে না।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইলো। আপনারা স্বপ্নের ব্যাপারে সাবধান হন! যার তার স্বপ্ন শুনলেই তার ওপর আমল শুরু করবেন না, বরং দেখবেন স্বপ্নটি শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা। যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে এর ওপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করা যাবে না। আর যদি সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন অনেক সময় স্বপ্নে যা দেখা যায় হুবহু তা বাস্তবে সংঘটিত হয় না, বরং এর ব্যাখ্যা ভিন্ন ধরনের হয়। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দান করুন। (আমীন)

[১০২] *সহীহ বুখারী হা: ৬৯৯৩*
[১০৩] *ফাতহুল বারী ১৫ খণ্ড ৫০১পৃ*
[১০৪] *ফাতহুল বারী ১৫ খণ্ড ৫০৮ পৃ*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

ইসলামী অর্থনীতির প্রথম পাঠ

তাওহীদুল ইসলাম*

(পর্ব- ২য়)

৪. ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য

ইসলামী অর্থনীতি মানব কল্যাণের অন্যতম উপাদান। সমাজ থেকে অকল্যাণের পথ বন্ধ করে কল্যাণের স্রোতধারা বইয়ে দেয়াই ইসলামী অর্থনীতির কাজ। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী হাসিলের প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাফল্য অর্জনই ইসলামী অর্থনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য। কোরআনের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নোক্ত কয়েকটি কথায় সংক্ষেপিত করা যায়।

৪.১. ফালাহ: ব্যক্তির সাফল্য ও কল্যাণ সাধন।

৪.২. ইহ্সান: মানবতার কল্যাণ সাধন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নিচের আয়াত অকাট্য দলিল:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি আখিরাতে (স্থায়ী সুখভোগের) আবাস অনুসন্ধান কর, আর দুনিয়ায় তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না, (মানুষের) কল্যাণ সাধন কর, যেমন আল্লাহ তোমার কল্যাণ করেছেন, দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির কামনা কর না, নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।[১০৫]

৪.৩. আদল: সমাজে অর্থ সম্পদের ন্যায্য ও সুষম প্রবাহ সৃষ্টি,

৪.৪. সমাজে ন্যায়নীতির প্রচলন,

৪.৫. দেশ ও সমাজকে ফিতনা ফাসাদ তথা ধ্বংসকর কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা।

এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতগুলো অকাট্য দলিল:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[১০৬]

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ: সালাত সমাপ্ত হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং (কাজ ও শ্রম দানের মাধ্যমে) আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা, অর্থ-সম্পদ) সন্ধান (সংগ্রহ) করো, আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমরা ফালাহ (কল্যাণ) লাভ করবে।[১০৭]

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থ: তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, আল্লাহর পথে খরচ না করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। মানুষের প্রতি ইহসান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের (কল্যাণকারীদের) ভালোবাসেন।[১০৮]

৫. ইসলামে অর্থ উপার্জনের তাকিদ

প্রধানত তিনটি সূত্রে মানুষ অর্থ সম্পদ অর্জন করে। সেগুলো হলো:

---

* দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয় আরাবীয়, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১০৫] সূরা আল-কাসাস আয়াত: ৭৭

[১০৬] সূরা আন্-নহল আয়াত: ৯০

[১০৭] সূরা আল-জুমু'আ আয়াত: ১০

[১০৮] সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৯৫

৫. ১. উত্তরাধিকার সূত্রে

৫. ২. ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বাকরি তথা কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে,

৫.৩. দান লাভের মাধ্যমে।

যারা শুধু প্রথমটির ওপর নির্ভর করে, সেই সাথে দ্বিতীয় মাধ্যমটি গ্রহণ করে না, তারা কর্মবিমুখ-অলস। ইসলামে এ ধরনের লোকেরা নিন্দনীয়। এরা ক্রমান্বয়ে তৃতীয় মাধ্যমটি অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হয়।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা ব্যবসা না করে বা কাজ না করে, বা শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন না করে শুধু দান লাভ বা ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভর করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা খুবই নিন্দনীয় ও তিরস্কারযোগ্য।

ইসলামে প্রশংসনীয় লোক হলো তারা, যারা দ্বিতীয় মাধ্যমটি গ্রহণ করে। অর্থাৎ যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি বাকরির মাধ্যমে কিংবা শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে। অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা মুমিনদের জন্যে অত্যাবশ্যক। এর নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা:

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ: হে মুমিনরা! জুমাবারে যখন সালাতের দিকে ডাকা (আযান দেয়া) হয়, তখন তোমরা বিজনেস রেখে দ্রুত আল্লাহ্‌র যিক্‌র (সালাত)-এর দিকে আসো। এতেই রয়েছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ যদি তোমরা জ্ঞান খাটাও। অতঃপর সালাত শেষ হবার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ো জমিনে (তোমাদের পেশায়) এবং সন্ধান করো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (জীবিকা), আর বেশি বেশি আলোচনা করো আল্লাহ্‌র কথা। এভাবেই অর্জন করবে তোমরা ফালাহ (কল্যাণ ও সাফল্য)।[১০৯]

[১০৯] *সূরা জুমু'আ আয়াত: ৯-১০*

নিদ্রা এবং রাত-দিন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا () وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾

অর্থ: আমি তোমাদের নিদ্রাকে বানিয়ে দিয়েছি বিশ্রাম ও প্রশান্তি লাভের উপায়। রাতকে বানিয়ে দিয়েছি আবরণ। আর দিনকে বানিয়ে দিয়েছি জীবিকা উপার্জনের উপযুক্ত সময়।[১১০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يديه.

অর্থ: নিজের উপার্জনের চাইতে উত্তম জীবিকা কেউ কখনো ভোগ করেনি।[১১১]

৬. হালাল ও বৈধ উপার্জনকারীর পরকালীন সাফল্য

হালাল উপার্জন একটি ইবাদত। কারণ হালাল উপার্জনকারী আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন, সে সেগুলো পরিত্যাগ করে। যেসব মুমিন ব্যক্তি হালাল ও বৈধ পন্থায় জীবিকা তথা অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা দান করবেন।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى.

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ঐ উপার্জনকারীর প্রতি রহম করেন, যে বেচাকেনা এবং পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়।[১১২]

আবু সায়ীদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

[১১০] *সূরা আন-নাবা আয়াত: ৯-১১*
[১১১] *সহীহ বুখারী হা: ২০৭২*
[১১২] *সহীহ বুখারী হা: ২০৭৬*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থ: সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দিক এবং শহীদগণের সঙ্গী হবে।"[১১৩]

অতএব হালাল উপার্জনকারীর জন্য ইহকালীন বরকতময় জীবনের পাশাপাশি রয়েছে পরকালীন সফলতা।

৭. হারাম ও অবৈধ উপার্জনের ভয়াবহ পরিণতি

কুরআন মাজিদে অবৈধ উপার্জনকারীদের ভয়াবহ পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসেও অবৈধ উপার্জনের চরম নিন্দা করা হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ"

অর্থ: যে শরীর (যে ব্যক্তি) হারাম (উপার্জন ভোগ) দ্বারা লালিত ও বিকশিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১১৪]

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نبَتَ منَ السُّحْتِ وكُلُّ لحمٍ نبَتَ منَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সমীচীন।[১১৫]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنَّ اللهَ أَمَرَ المؤْمنينَ بِمَا أمرَ بِهِ المرسَلينَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

অর্থ: আল্লাহ উত্তম-পবিত্র। তিনি উত্তম এবং পবিত্র (পন্থা ও বস্তু) ছাড়া গ্রহণ করেন না। তিনি মুমিনদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলগণকে। তিনি তাদের বলেছেন: 'হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম ও পবিত্র জীবিকা আহার করো, ভোগ করো এবং আমলে সালেহ করো।' তিনি আরো বলেছেন: 'হে মুমিনগণ! আমার প্রদত্ত উত্তম ও পবিত্র জীবিকা ভোগ-আহার করো।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন: দেখো, এক ব্যক্তি দূরদুরান্ত সফর করে আসে। তার চুল এলোমেলো, দেহ ধূলোমলিন। সে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করে: 'হে প্রভু, হে প্রভু!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম (অর্থাৎ হারাম উপার্জনের), হারাম উপার্জনই সে ভোগ করে। কী করে কবুল হবে তার দোয়া?[১১৬]

শেষ যামানায় একটি আলামত হল মানুষজন হালাল-হারামের যাচাই-বাছাই করবে না।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ পরওয়া করবে

[১১৩] *তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা: ২৬৭৪*
[১১৪] *বায়হাক্বী, মিশকাত হা: ২৬৬৭*
[১১৫] *আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা: ২৭৭২*
[১১৬] *সহীহ মুসলিম মিশকাত হা: ২৬৪০*

না কী উপায়ে মাল লাভ করল; হারাম না হালাল উপায়ে।[১১৭]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হারাম উপার্জনকারীর পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

৮. হালাল ও বৈধভাবে অর্থ উপার্জনের উপায়সমূহ

হালাল এবং বৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও ভোগ ব্যবহারের নির্দেশই ইসলামে দেয়া হয়েছে। ইসলাম নোংরা উপার্জন ও জীবিকাকে নিষিদ্ধ করে এবং উত্তম ও সুন্দর উপার্জন ও জীবিকাকে প্রশংসা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ () وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ যেসব ভালো জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমরা সেগুলো নিষিদ্ধ করে নিও না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও ভালো জীবিকা-জীবনোপকরণ দিয়েছেন সেগুলো ভোগ-আহার করো এবং সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।[১১৮]

মূলত নিষিদ্ধ উৎসসমূহ ছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে উপার্জনের বাকি সব উৎসই হালাল বা বৈধ। আয় উপার্জনের নিম্নোক্ত উৎসসমূহ হালাল এবং বৈধ:

০১. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন। বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলাম সর্বাধিক উৎসাহিত করেছে। বৈধ ব্যবসার ধরণ:

ক. একক ব্যবসা,

খ. পূজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শরিকানা ব্যবসা,

গ. পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে বা শরিকানা ব্যবসা।

০২. কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জন। যেমন:

ক. নিজের জমিতে ফল ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপান ও উপার্জন,

খ. পরের জমিতে বর্গা চাষের মাধ্যমে উৎপাদন ও উপার্জন,

গ. পরের জমি ভাড়া (ইজারা) নিয়ে উৎপাদন।

০৩. পশু পাখি ও মৎস পালনের মাধ্যমে উপার্জন (জলে-স্থলে খামার পদ্ধতি)।

০৪. শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধমে উপার্জন।

০৫. পেশা গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জন। শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ইত্যাদি।

০৬. সরকারি বেসরকারি চাকরি গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জন।

০৭. সেবা প্রদানের (সার্ভিস চার্জ গ্রহণের) মাধ্যমে উপার্জন।

০৮. মানসিক এবং শারীরিক শ্রমদানের মাধ্যমে উপার্জন।

০৯. দালালি (সহযোগিতা) করার মাধ্যমে উপার্জন।

১০. দান লাভের মাধ্যমে অর্জন।

১১. হাদিয়া, তোহফা ও অসিয়তের মাধ্যমে লাভ।

১২. উত্তরাধিকার লাভ।

১৩. অধিকার হিসাবে অভিভাবক থেকে লাভ।

১৪. সরকারি সাহায্য লাভ।

১৫. অন্যান্য।

উপরোক্ত খাতসমূহ হল হালাল উপার্জনের মাধ্যম বা উপায়। এছাড়াও আরো হালাল ও বৈধ উপার্জনের উপায় রয়েছে। ঈমানদার মাত্র এটা জানা আবশ্যক যেন কোনভাবে হারামে না জড়িয়ে পড়তে হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

[১১৭] *বুখারী, মিশকাত হা: ২৭৬১*
[১১৮] *সূরা আল-মায়েদা আয়াত: ৮৭-৮৮*

কিসের জন্মদিন! কিসের উইশ!

রায়হান কবির*

মূর্খতা আর পাপের চরম পর্যায়ে আছি এখন আমরা । না হলে, জন্মদিন পালন, আনন্দ উল্লাস, পরিচিতকে উইশ করা এসব ফালতু আর বর্বরতা করা হত না

এসব জন্মদিন পালন যেহেতু ইসলামে জায়েয নেই। তাহলে কাউকে উইশ করার বিষয়টি আসতেই পারে না।

মনে রাখতে হবে, যে জিনিস বা কাজের মূলটাই অবৈধ তার শাখা-প্রশাখাও অবৈধ।

সম্পূর্ণ পড়েন, বেশি সময় নিয়ে বিরক্ত করব না।

কেক কেটে জন্মদিন পালনের উদ্ভব হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে। আর জন্মদিনের সূচনা হয় ফিরাউন থেকে। বাইবেলের বুক অব জেনেসিসে এসেছে, 'তৃতীয় দিনটা ছিল ফিরাউনের জন্মদিন। ফিরাউন তার সব দাসদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। সেই সময় ফিরাউন রুটিওয়ালা ও খাদ্যদ্রব্য পরিবেশককে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন।'[১১৯]

সুতরাং বুঝা গেল, জন্মদিন পালনের উদ্ভব ঘটেছে ফিরাউন থেকে।

জন্মদিন পালনের গুরুত্ব যদি ইসলামে থাকত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেঈ, তাবে-তাবেঈনদের থেকে এটি পালনের প্রমাণ মিলত। তারা জন্মদিন পালন করবেন তো দূরের কথা, কারও কারও জন্মসন জানা গেলেও কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

এমনকি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রবিউল আওয়াল মাসের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা নিয়েও রয়েছে মতভেদ। বিধায় জন্মদিন পালন নিঃসন্দেহে একটি অপকর্ম। এদিন ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপসহ সামাজিক যোগাযোগের সকল মাধ্যমে কাউকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব জমায়েত হয়ে উৎসব করা, অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, বিশেষ দু'আ, সালাম বা উপহার পেশ করা, বয়স অনুপাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে তা ফুঁ দিয়ে নেভানো, কেক কেটে খাওয়া প্রভৃতি কাজ অপচয়, কোনো ধার্মিকের কাজ হতে পারে না।

আবার দেখা যায়, একজনের বার্থডে আজকে তাই তাকে ধরে নিয়ে কোথাও বেঁধে মাথায় ও শরীরে ডিম ভাঙে আর ময়দা মাখিয়ে সবাই উল্লাস করে আর শেষে ঐ বেচারাকে জুলুম করে সবাই জন্মদিনের ট্রিট আদায় করে। এদের কর্মকাণ্ড দেখে তো মনে হয় শয়তানও লজ্জা পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম যে, তার আর এখানে থাকার দরকার নেই। এরাই একেকটা গ্রাজুয়েট সম্পন্ন শয়তানে পরিণত হয়ে গেছে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাতের সমপরিমাণ। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পেছন পেছন যাবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইহুদি ও নাসারাদের অনুকরণ করার কথা বলছেন? নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তবে আর কার?'[১২০]

অন্য একটি হাদীসে নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির নমুনা অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।'[১২১]

নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, 'সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছেড়ে অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইহুদিদের সাদৃশ্য অবলম্বন কর না, খ্রিস্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন কর না।'[১২২]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারও অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।'[১২৩]

তাছাড়া জন্মদিনে খুশি হয়ে আনন্দ-উৎসব করা নেহায়েতই বোকামি আর মূর্খতা। কেননা, জীবন থেকে একটি বছর ঝরে গেলে তার জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাওয়া উচিত, খুশি নয়! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন আমিন .....।

---

* *কেন্দ্রীয় সাবেক ছাত্র ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। কামিল ডাবল, (তাফসির ও হাদীস) তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।*

[১১৯] *আদি পুস্তক : ৪০২*

[১২০] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৬৯*

[১২১] *সহীহুল জামে হা: ৬০২৫*

[১২২] *সিলসিলাহ সহীহা হা: ২১৯৪*

[১২৩] *সূরা আরাফ আয়াত: ৩*

গালিগালাজ করাই যেন স্টাইল!

সিয়াম হোসেন*

আধুনিকতার যুগে সব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে আমরা নিজেরাও কথায়, ভাষায় আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছি। সব কিছুতেই শুধু আমরা খুঁজি আধুনিকতা, তেমনি আমাদের জীবনে কিছু অদ্ভুত আধুনিকতা বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এই আধুনিকতার কিছু ছোঁয়া পেয়েছে বন্ধুত্বের বন্ধনেও।

আমরা বেশির ভাগ মানুষই আমাদের অবসর সময়টুকু প্রিয় মানুষ/বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন কাজে বা হাসি তামাশায় কাটানোর চেষ্টা করি। হাসির ছলে/ মজা করে একে অন্যকে অশালীন /অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা বলে থাকি। আর এই গালিগালাজ, অশ্লীল ভাষা, খারাপ কাজকেই আমাদের আধুনিক তরুণ-যুবক ভাইয়েরা স্মার্টনেস মনে করে থাকে। বিষয়টা আমাদের সমাজে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছে যে, যদি কেউ এই অশালীন ভাষাগুলো স্বাভাবিকভাবে নিতে না পারে বা গালাগালি করতে নিষেধ করে, তবে তাকে আবার উল্টো শুনতে হয় তুই তো ব্যাকডেটেড! আন-স্মার্ট !

হায়রে! কী অদ্ভুত স্মার্টনেস! আসলে অশ্লীল ভাষা, গালাগালিকেই তথাকথিত আধুনিক তরুণ যুবক ভাইয়েরা বন্ধুত্বের মাঝে একটা ভালোবাসার মডেল বা রূপরেখা হিসেবেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু এই স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে, হাসি-তামাশার মাঝে নিজেদের আমলনামায় যে কবিরা গুনাহ (সব থেকে বড় পাপ) যুক্ত করে নিচ্ছে, আর গালিগালাজ এমনি একটা পরিভাষা, যেখানে ম্যাক্সিমাম শব্দগুলোই বাবা-মার সাথে যুক্ত করা থাকে। সে খেয়াল কারো আছে কি?

হাদিসে এসেছে,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ .

নবী ﷺ বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিজের পিতা-মাতাকে কোন লোক কীভাবে গালিগালাজ করতে পারে? তিনি বললেনঃ সে যখন অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকেই গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকেই গালি দেয়।[১২৪]

যদি কোন ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করে, আর যদি সে তওবা না করে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করে তবে ঐ ব্যক্তিকে ঐ গুনাহের জন্যই জাহান্নামে যেতে হবে ।

অন্য একটা হাদিসে এসেছে,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তাকে হত্যা করা কুফুরী।[১২৫]

অশ্লীলতা কখনোই একজন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যারা অশ্লীলতা পছন্দ করে না তাদের মনে এখন কথা আসতে পারে যে, আমার বন্ধুরা অশ্লীল, অশালীন কথাবার্তা বলুক, গালিগালাজ করুক আমি করবা না তাতেই তো হয়।

তাহলে আসুন আরেকটা হাদিস দেখা যাক,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً .

আবূ মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্‌ক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।[১২৬]

* *অনার্স অধ্যয়নরত, ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, করোটিয়া সা'দাত কলেজ, সদস্য, কালিহাতী বল্লা শুব্বানে আহলে হাদীস, টাঙ্গাইল*

[১২৪] *সহীহ বুখারী হা: ৫৯৭৩*
[১২৫] *সহীহ বুখারী হা: ৬০৪৪*
[১২৬] *সহীহ বুখারী হা: ২১০১*

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে, ।

লোহার ভর বেশি তাই স্বাভাবিক নিয়মেই সে পানিতে ডুবে যায়। কিন্তু আমরা দেখি লোহার তৈরি বিভিন্ন যানবাহন যেমন, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ সবই পানিতে ভেসে চলে। এর ব্যাখ্যা যেরকমই হোক না কেন, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসেই। তেমনি সঙ্গের কারণে আপনার মধ্যেও পরিবর্তন আসবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়!

হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।[১২৭]

আপনি যতই দীনদার হন আপনার আশেপাশের লোকজন যদি তার বিপরীত থাকে তাহলে তাদের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের গুণাবলী, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ধীরে ধীরে আপনার মধ্যেও প্রভাবিত হবে। বন্ধুর কারণেই যেমন আরেক বন্ধু আলোর পথ খুঁজে পায় তেমনি বন্ধুর কারণেই আরেক বন্ধু অন্ধকারে হারিয়ে যায়। শুধু খারাপের দিকটাই দেখলাম এখন ভালোর দিকটা একটু দেখি।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা শিগগিরই দয়া করবেন নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১২৮]

আল্লাহ আরো বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।

এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন! আপনার বন্ধুদের মধ্যে কি এসব গুণগুলো আছে? যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে বন্ধু হিসবে গ্রহণ করা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

[১২৭] *সুনানে আবু দাউদ হা: ৪৮৩৩*
[১২৮] *সূরা আত-তাওবা আয়াত: ৭১*

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

'যার সাথে যার মুহাব্বত-তার সাথেই তার কিয়ামত, (ভাবার্থ)[১২৯]

যার সাথে আপনার বন্ধুত্ব, মুহাব্বত সে যদি সৎ, তাকওয়াবান ও দীনদার হয় তাহলে আপনার কিয়ামতও তার সাথে। আর সে যদি অসৎ, অশ্লীল, অশালীন হয় তাহলে আপনার কিয়ামত তার সাথেই। আর এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিকে যেমন আমাদেরকে সৎ সঙ্গী গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, ঠিক অন্যদিকে অসৎ সঙ্গী থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করেছেন।

আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ .

তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকে খায়।[১৩০]

এরকম আরো অসংখ্য হাদিস রয়েছে যেখানে বন্ধুত্ব নিয়ে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। এখন আপনার কী মনে হয় আপনার কেমন বন্ধু বাছায় করা উচিত?

যাই হোক, এ বিষয়ে কথা আর দীর্ঘায়িত করবো না। মূল বিষয়ে ফিরে যাই। বিষয়টি ছিলো 'গালিগালাজ করাই যেন স্টাইল!'

বর্তমানে আধুনিকতার নামে যে নোংরামি, বেহায়াপনা আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে তা আমাদের সমাজ ও জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। অশ্লীলতা, গালিগালাজ কখনোই আধুনিকতা হতে পারে না। একজন মুসলিম থাকবে তাকওয়াবান, সৎ, দীনদার। সে কিভাবে আরেক ভাইকে গালিগালাজ করতে পারে!

তাই আসুন, সমাজ থেকে অনাধুনিকতার নামে অশ্লীলতা বেহায়াপনা নির্মূল করে একটি সুন্দর সমাজ গঠনে সচেষ্ট হই। হাসি-তামাশা, মজা করেই হোক বা যে কারণেই হোক অশালীন/অশ্লীল কথাবার্তা বা গালাগালিকে পরিহার করি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

[১২৯] *আবু দাউদ হা: ৫১২৭, তিরমিযী হা: ২৩৮৫*
[১৩০] *সুনানে আবু দাউদ হা: ৪৮৩২*

কবিতার সম্ভাহার

‘প্রভু, তোমার কাছে চাই’

-মো: গিয়াস উদ্দীন*

হে প্রভু, তুমি আমার প্রতি হয়ো না নির্দয়,
শয়তানের ধোঁকা থেকে দাও মোরে আশ্রয়।
দিওনা মরণ আগ্নিদগ্ধ করে, গর্তে ফেলে,
করোনা ধ্বংশ মোরে ডুবিয়ে সমুদ্র জলে।

সর্পের দংশনে আমাকে দিওনা মরণ,
জিহাদ থেকে আমি যেন না করি পলায়ন।
হে আল্লাহ, আমাকে দাও তুমি অভয়,
কলেমা শিখিয়ে দিও মৃত্যুর সময়।

হে প্রভু, আমাকে ধৈর্য দাও বিপুল পরিমাণ,
শোকরকারী বানাও তোমার আকাশ সমান,
হে আল্লাহ, যে করে মোর খাবার আয়োজন,
তুমি সে নেক বান্দার ক্ষুধা করে নিবারণ।

পিপাসায় সে জন করায় মোরে পানি পান,
হে আল্লাহ, তুমি বাড়িয়ে দাও তার ঈমান।
প্রভু, সকল সুনাম তব সকল সম্মান,
যার পরিমাণ আরশের ওজন সমান।

নেক বান্দা মুমিনেরা খায় স্বল্প পরিমাণ,
সতগুণ বেশী খায় মুশরিক বেঈমান,
মুমিন খাবারের দোষ করেনা অন্বেষন,
যা পায় তা খায় পরিচ্ছন্ন হালাল যখন।

তৌফিক দাও প্রভু, করি হালাল রোজগার
তব কৃপায় যেন না খাই হারাম খাবার।
শক্তি দাও তোমার পছন্দ মত কথা বলি,
কুরআন হাদীস অনুযায়ী সত্য পথে চলি।

* ৭০২ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬

الأبيات الشعرية

সহস্রাব্দ কাল সাক্ষী!

-মাযহারুল ইসলাম *

সহস্রাব্দ কাল পেরিয়ে
আমাদের যাত্রা হয়েছিল
সেই সৃষ্টির সূচনালগ্নে
স্রষ্টার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর দয়ায়
আমাদের আগমন হয়েছে
আমরা কত জাতির উত্থান পতন দেখেছি
শুনেছি স্বৈরাচারীদের শাস্তির ইতিহাস
আমরা কত শত অভিশপ্ত সীমানা পেরিয়ে
আল্লাহর দয়ায় এখনও অবধি
নির্দ্বিধায় আলো বাতাস পাচ্ছি।
আমরা শুনেছি সেই অকৃতজ্ঞ জাতির নাফরমানির কথা
স্রষ্টার তরে অকথ্য অশালীন ভাষা
আমরা দেখেছি ইতিহাসে তাদের ঘৃণ্য অবস্থান
জাতির শিশুরাও ঘৃণাভরে উচ্চারণ করে তাদের নাম।
সহস্রাব্দ কাল পেরিয়ে
আমরা এসেছি আজকের নব আঙ্গিনায়
কত শত জাতির উত্থান পতনের পর
আমাদের যাত্রাই হল নব উন্মোচনায়।
আমরা কত রণাঙ্গনে তাজা খুন ঝরিয়েছি
সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে, সত্যের পতাকা উড্ডীন করেছি।
আমরা মাঠ-ঘাট পেরিয়ে
সহস্রাব্দ কালকে ইতিহাসের
ফ্রেমে আতশবাজির উজ্জ্বল আলোয় আটকে রেখেছি।
আমরা জানি, আমাদের গন্তব্য শেষ হবার নয়
মিথ্যা মরীচিকার ধূম্রজাল উন্মোচন না করা পর্যন্ত
আমরা নিহতের পরমতৃপ্তিও এ ধরায় পাবো না।

* মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর, ঢাকা।

আমরা জালিমের যুলুমাতের ভীতকে নড়েবড়ে করেছি
বীর প্রতাপের শক্তি, ক্ষমতাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছি
আমাদের অদম্য সাহস আর চেতনায়
তামাম দুনিয়ার মিথ্যা শক্তি
সহসাই পশ্চাদপদ করিয়েছি
আমরা কত শত নমরূদ, ফেরআউনের শয়তানি দেখেছি
দেখেছি আবু লাহাব, উতবা, শায়বাদের রাজনীতি
জুলুম ও যুলুমাতের গায়ে আমরাই সজোরে তীব্র আঘাত করেছি।
সহস্রাব্দ কাল সাক্ষী!
স্বয়ং আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী।
আমরাও তাই আল্লাহর তরে দোআয় মিনতি করি -
হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল মাওলা, ওয়া নি'মান নাছীর।

ক্ষমা

-মোঃ শফিকুল ইসলাম[*]

দিনের পরে দিন চলে যায়
মাসের পরে মাস,
কালের স্রোতে দেখি আমি
আমার সর্বনাশ।
পাপের বোঝা ভীষণ ভারী
বহন করা দায়,
রোজ কিয়ামত নয় বেশি দূর
বুক ভাসে কাঁন্নায়।
হাতের গুনাহ, পায়ের গুনাহ
ঢের হয়েছে ঢের,
ঘুমিয়ে থাকা বোকা বিবেক
পায়নি কভু টের।
চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ
মুখের গুনাহ ও শত,
চলতে ফিরতে খাইতে নাইতে
হয়েছে শত শত।
সিয়ামের মাসে, কিয়ামের মাসে
হে রহিম, গাফফার,
সকল পাপ পূন্যে ভরে
ক্ষমা করো আমার।

আযানের ধ্বনি

-আব্দুল্লাহ আল আসিফ[*]

ঐ সুদূরে আযান শুনি হাইয়া আলাস সালাহ
খুলরে মুমিন হৃদয় দ্বারের বন্ধ যত তালা
দূর মিনারে দাঁড়ায়ে আযান হাঁকিছে মুয়াজ্জিন।
ডাকছে তোরে শয্যা ছাড়ি উঠরে ও মুমিন।
জগতের নীড়ে সাজিত শয্যা শান্তির নিদ ছাড়ি,
কাতারে শামিল হওগো জামাতে, ভুলরে দুনিয়াদারী।
হৃদয়ের সব গ্লানি ক্লেশ মুছে ফুটাতে কুসুম তায়
প্রভুর যিকিরে লুটায়ে পড়রে নামাযের সিজদায়।
রবের স্মরণ ঘোঁচাবে যাতনা হৃদয়ের যত জ্বালা
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হাইয়া আলাল ফালাহ।
মালিকের তরে নোয়াতে ললাট ছেড়ে দেরে তোর ঘুম
দূর সে মিনারে হাঁকিছে সালাত খাইরুম মিনান নাওম।
নিদ্রা বিভোর কেটেছে ফজর, যোহর কেটেছে কাজে
আসর গড়িয়ে মাগরিব গেল খেল তামাশার মাঝে
আল্লাহু আকবারের সূরে শুনি আযানের তান
হৃদয় জাগে না সে ধ্বনিতে যার, সে হৃদয় নিষ্প্রাণ।
মুমিন তো সদা তাজা প্রাণ, তুই কেমন মুমিন হায়!
তোর মাঝে আর কাফেরের মাঝে বিভেদটা কোথায়?
শেষ হয় নাই অক্ত এখনো, প্রভুর ডাকে দে সাড়া
শয্যা ছাড়ি উঠরে এবার নামাযে কাতারে দাঁড়া।

[*] সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, টাংগাইল জেলা শুব্বান।

[*] সানুবিয়া ১ম বর্ষ, এম. এম. আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ঃ *আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব মোবাইল ফোন দিয়ে শুধু আয়াত ও হাদীসগুলো আরবি দেখেন এবং সহীহভাবে তার বাংলা অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও তাফসীরসমূহ মুখস্থ পেশ করেন। কিন্তু কতিপয় লোক তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মোবাইল ফোন দিয়ে দেখে খুৎবা দেওয়া কোন হাদীসে আছে। এমন কি এই নিয়ে এক পর্যায়ে ছোট খাটো তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। এখন- প্রশ্ন হচ্ছে, মোবাইল থেকে শুধু আয়াত ও হাদীসগুলো দেখে খুতবা দেওয়া যাবে কিনা। দয়া করে রেফারেন্সসহ বিস্তারিত জানাবেন।*

মোঃ আরিফ ইসলাম, ইসলামপুর, জামালপুর

উত্তর ঃ রাসূল ﷺ জুমআর খুতবা অথবা অন্য কোনো ভাষণ কাগজে লিখে প্রদান করতেন না। বরং তিনি পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই খুতবা দিতেন। সাহাবীদের যুগেও লিখিত খুতবা দেওয়ার অভ্যাস ছিল না। পরবর্তী যুগসমূহে লিখিত খুতবা দেয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। আর এটা ইলমের কমতির কারণেই শুরু হয়েছে। বর্তমান সময়ে ইলম অর্জনের জন্য মানুষের আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই আমরা বলবো, ইলমের এই কমতির যুগে জুমআর খুতবা এবং অন্যান্য খুতবা মুখস্থ থেকেই দেয়াটা উত্তম। এতে শ্রোতাদের মধ্যে খুতবার প্রভাবও পড়বে বেশি। তারপরও আমরা বলবো, কোনো খতীব যদি মুখস্ত খুতবা দিতে অক্ষম হন অথবা কুরআনের আয়াত অথবা হাদীস মুখস্থ পড়তে গিয়ে যদি ভুল করার আশঙ্কা করে, তাহলে কাগজে লিখে নিয়ে তা থেকে পড়া জায়েয আছে। আর মোবাইল থেকে পড়া এবং কাগজ থেকে পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করি না। অতএব, এটা যেহেত জায়েয, তাই এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা ঠিক নয়। তবে ইমাম সাহেবকে উত্তম পদ্ধতিতে এ ব্যাপারে নসীহত করা যেতে পারে এবং তার কাছে মসজিদ কমিটির মাধ্যমে আবেদন করা যেতে পারে যে, তিনি যেন খুতবায় মোবাইল ব্যবহার না করে মুখস্থ খুতবা দেন আর না হয় কাগজের আশ্রয় নেন।

প্রশ্ন (২) ঃ *আসসালামু আলাইকুম। ফ্রী ফায়ার, পাবজি গেম খেলা কতটুকু জায়েয?*

মোহাম্মদ, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর ঃ উত্তরঃ যেসব খেলার মধ্যে জুয়ার মিশ্রণ ঘটে, যেগুলো মানুষকে সালাত ও আল্লাহর যিকির থেকে বিরত রাখে, যেগুলো পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে, সময়ের অপচয় ঘটায়, মারামারি ও ঝগড়া-ঝাটি শিক্ষা দেয় এবং যেগুলোর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি রয়েছে সেসব গেম খেলা বৈধ নয়। বর্তমান সময়ে ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের আকীদাহ নষ্ট করার জন্য এবং মুলিমদের শিশু ও যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য কিছু বিশেষ ধরনের গেম তৈরি করেছে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

এমন কিছু মানুষ আছে, যারা বিনা ইলমে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।[১] অর্থাৎ কিছু কিছু মানুষ আছে, অনর্থক কল্পকাহিনী ক্রয় করে মানুষকে হিদায়াতের পথ থেকে প্রবৃত্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লাহ-উল হাদীস বলতে এমন প্রত্যেক বিষয় বুঝায়, যা আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাধা দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বিরত রাখে। আর তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

[১] *সূরা লুকমান আয়াত: ৬*

তবে যেসব গেমের মধ্যে জুয়া নেই এবং তা কোনো দিক থেকেই ক্ষতিকর নয়; বরং তাতে মানসিক প্রশান্তি রয়েছে, তা খেলাতে কোনো অসুবিধা নেই বলেই মনে করি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

☞ **প্রশ্ন (৩) ঃ** *আমাদের এখানে একজন লোক জুমআর দিন মারা গেছে। লোকেরা বলাবলি করছে যে, তার কবরের আযাব মাফ। তাদের কথা কি সঠিক? আসলেই কি জুমআর দিন মারা গেলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়? দয়া করে জানাবেন।*

সাইদুর রহমান, হারাগাছা, রংপুর

উত্তর ঃ জুমআর দিন মারা গেলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে, এই মর্মে কোনো সহীহ দলীল নেই। জুমআর দিন অথবা জুমআর রাতে মৃত্যুবরণ করার ফযীলতে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই দুর্বল। সুনান তিরমীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

‘কোনো মুসলিম জুমআর দিন অথবা জুমআর রাতে মারা যাবে আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে বাঁচাবেন।[২] ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা হাদীসের রাবী রাবীআ বিন সাইফ আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন বলে আমরা জানি না। অতএব, বুঝা যাচ্ছে, ইমাম তিরমিযির মতে হাদীসটি দুর্বল। এই হাদীসের এমন কোনো সমর্থক হাদীসও নেই, যাতে হাদীসটি যঈফ থেকে হাসানের স্তরে উন্নীত হতে পারে। তাই বিনা দলীলে গায়েবী বিষয়ে কথা বলা বৈধ নয়।

এই মর্মে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসও সহীহ নয়। আর আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটি মাওযু (বানোয়াট)। তবে জুমআর দিনের ফযীলতপূর্ণ আমলগুলো করার পরপরই যদি কেউ মারা যায়, তার জন্য অবশ্যই ফযীলত রয়েছে। অন্যথায় আমল না করে শুধু জুমআর দিনে কিংবা জুমআর রাতে মারা যাওয়া অন্য কোনো দিনে মারা যাওয়ার মতোই। মূলত আল্লাহর রহমতে আমলই সৌভাগ্যবান হওয়া কিংবা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার মাধ্যম। জুমআর দিন বা অন্য কোনো ফযীলতের দিন মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ নয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

☞ **প্রশ্ন (৪) ঃ** *আমাদের গ্রামে এক লোকের কবর খনন করার সময় বারবার কবর ভেঙে গেছে। এই জন্য লোকেরা বলাবলি করছে যে, এই লোকটি দুর্ভাগ্যবান, তার কবরে আযাব হবে। আসলে তাদের কথা কি সঠিক?*

আলী হোসেন, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর ঃ কবর খনন করার সময় কবর ভেঙ্গে যাওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ নয়। অনুরূপ মৃত্যুর পর কারো চেহারা কালো হয়ে যাওয়া কিংবা উজ্জ্বল হয়ে যাওয়াও সৌভাগ্যবান কিংবা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার আলামত নয়। যেমনটা মূর্খরা ধারণা করে থাকে। এ বিষয়গুলো অন্যান্য কারণে হতে পারে। কবরের আশপাশের মাটির বৈশিষ্টগত কারণে খননের সময় কবর ভেঙে যেতে পারে আর মৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কারণে চেহারার পরিবর্তন হতে পারে। মূলত আমল ও আল্লাহর রহমতই কবর ভেঙে যাওয়া অথবা চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া নয়।

☞ **প্রশ্ন (৫) ঃ** *আমি কোনো আলোচনায় শুনেছি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) এর সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে তার অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। তিনি আরো বলেছেন যে, কালেমাটির অর্থ ভালোভাবে না বুঝে পাঠ করলে কোনো লাভ হবে না। বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে দলীলের মাধ্যমে জানতে চাই।*

আলীম শেখ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অনেক মুসলিম এই কালেমাটি পাঠ করে। কিন্তু তারা এর প্রকৃত অর্থ বুঝে না। এই কারণে তারা কালেমাটির দাবির বিপরীত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাই আপনি এ

[২] *তিরমিযী হা: ১০৭৪*

ব্যাপারে যে আলোচনাটি শুনেছেন, তা সঠিক বলে মনে করি। কালেমার অর্থ বুঝা আবশ্যক। এ মর্মে কুরআন ও সহীহ হাদীসে একাধিক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُم يَعْلَمُوْنَ 'তবে যারা অবগত হয়ে সত্য স্বীকার করে'।[৩] অর্থাৎ তারা জবানের মাধ্যমে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করার পূর্বে অন্তর দিয়ে তার অর্থ উপলব্ধি করে থাকে। নবী ﷺ বলেনঃ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, সে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪] তবে অজ্ঞতার কারণে যারা এর গভীর অর্থ অনুধাবন করতে অক্ষম, তারা এর অর্থটা ভালোভাবে না বুঝেও যদি কালেমাটির বিপরীত কাজ তথা আল্লাহর সাথে শির্ক করা থেকে বিরত থাকে, তারাও এটা পাঠ করার কল্যাণ থেকে মাহরুম হবে না বলে মনে করি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৬) ঃ বর্তমানে এক শ্রেণীর লোককে বলতে শোনা যাচ্ছে দলীল হিসেবে কুরআনই যথেষ্ট; হাদীসের প্রয়োজন নেই। এসব লোকের হুকুম কী?

ইকরাম আলী, ফরিদপুর

উত্তর ঃ হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। এটাই কুরআনের মতোই অহীস্বরূপ। সমস্ত মাযহাবের ইমামদের মতে হাদীসও কুরআনের শরীয়তের অকাট্য দলীল। আসলে হাদীস ব্যতীত কুরআন মানা অসম্ভব। কারণ কুরআনে যেসব বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, রাসূল ﷺ তা তার জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

হাদীস অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকার আবির্ভাব অনেক আগেই হয়েছে। বর্তমানে দলটি নতুন করে বাংলাদেশেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা বলছে, সুন্নাত শরীয়তের দলীল নয়; সুন্নাত ছাড়া শুধু কুরআন মেনে চলাই যথেষ্ট। যারা এ কথা বলছে, তারা হাদীসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাথে সাথে কুরআনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করছে। তারা আসলে হাদীসও মানছে না এবং কুরআনও মানছে না। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।, [৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।[৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অতএব, যারা তাঁর নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে।[৭]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

[৩] *সূরা যুখরুফ আয়াত: ৮৬*
[৪] *সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান*
[৫] *সূরা আন-নিসা আয়াত: ৫৯*
[৬] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ৩১*
[৭] *সূরা আন-নূর আয়াত: ৬৩*

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।[৮] আল্লাহ্ আরও বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবনীতে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।[৯] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে।[১০] আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমাদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

[৮] *সূরা হাশর আয়াত: ৭*
[৯] *সূরা আহযাব আয়াত: ২১*
[১০] *সূরা আন-নিসা আয়াত: ৬৫*

অতএব, যে ব্যক্তি বলবে, আমি কুরআন মানি; হাদীস মানি না, তাকে বলা হবে, আসলে তুমি কুরআন মানছো না। তাকে আরো বলা হবে, উপরোক্ত দলীল এবং এই মর্মে আরো অনেক কুরআনিক দলীলের ভিত্তিতে আলেমগণ হাদীস অস্বীকারকারী দলকে কাফের বলেছেন। অতএব এদেরকে মুসলিমদের মধ্যে গণ্য করা যাবে না। আলেমদের উচিত এদের ব্যাপারে সাবধান থাকা ও সাধারণ মুসলিমদেরকে সাবধান করা।

প্রশ্ন (৭) ঃ ***নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। সম্মানিত শায়খের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।***

খাইরুল মৃধা, রূপসী খুলনা।

উত্তর ঃ নবী ﷺ সহীহ হাদীসে বলেছেন,

تفرقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال :هم الجماعة.

ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছিল ৭১ দলে, খ্রিস্টানরা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে এবং আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। তাদের একটি দল ব্যতীত বাকীরা জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোন্ দল? তিনি বললেন, তারা হলেন, জামা'আত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী ﷺ বলেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথে থাকবে, তারাই হবে সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল। আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবসমূহে শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অতএব হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক একটি দল ব্যতীত সমস্ত দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি হল সেই দল, যারা নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই দলটি দুনিয়াতে বিদ্'আতে লিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এটিই হল

সাহায্যপ্রাপ্ত দল, যা কিয়ামত পর্যন্ত হকের ওপর বিজয়ী থাকবে।

কোন কোন আলেম এই জাহান্নামী ৭২ ফিরকার পরিচয় নির্ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমতঃ বিদ্'আতীদেরকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক ভাগ থেকে শাখা-প্রশাখা বের করে নবী ﷺ কর্তৃক ঘোষিত ৭২টি ফিরকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিছু কিছু আলেম ফিরকাগুলো নির্ধারণ না করাই উত্তম মনে করেছেন। কারণ এই ফিরকার ৭২-এ নির্ধারিত থাকার পরও আরো অসংখ্য মানুষ গোমরাহ হয়েছে। তারা আরো বলেন, এ সংখ্যা শেষ হবে না। শেষ যামানায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এর সর্বশেষ সংখ্যা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং উত্তম হল রাসূল ﷺ যা সংক্ষেপ (অস্পষ্ট) রেখেছেন, তা সংক্ষেপ (অস্পষ্ট) রাখা। আমরা এভাবে বলব যে, এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২ দল জাহান্নামে যাবে এবং মাত্র একদল জান্নাতে যাবে। অতঃপর বলব, যে দলটি রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর বিরোধিতা করবে, সে এই ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

☞ **প্রশ্ন (৮) ঃ** *রাসূল ﷺ-এর 'যামানায় নারীরা মাসজিদে হাজির হয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি এতে নিষেধও করেননি এবং আদেশও দেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে নারীদের মাঝে বিলাসিতা ও লজ্জাহীনতা দেখা দেয়ার কারণে অনেকেই তা নিষেধ করে থাকেন। কিছু কিছু নারী জুমু'আর জামা'আতে, তারাবী ও ঈদগাহে হাজির হয়ে সালাত আদায় করছেন। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস হতে বিশদভাবে জানতে চাই। মিনহাজ কাজী, ময়মনসিংহ।*

উত্তর :- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আমলে নারীরা সালাতের জামা'আতে গিয়েছেন, পরেও গিয়েছেন এবং এখনও যাচ্ছেন। বরং এদেরকে বাধা দেওয়া অন্যায়, তবে যাওয়াটা জরুরী না। তারা ইচ্ছা করলে মাসজিদে যেতে পারেন, জামা'আতে সালাত আদায় করতে পারেন, ঈদগাহ ও তারাবীর জামা'আতে শরীক হয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। যেহেতু শরী'আত প্রণেতা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তাই আল্লাহ তার রাসূলকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন رضي الله عنهم রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত নির্দেশ পালনের পথ রুদ্ধ করেননি। এর ফলে নারীরা যে অধিকার আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে পেয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সে অধিকার বহাল থাকবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের নারীগণ যখন মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তখন তোমরা তাদেরকে মাসজিদে যেতে বাধা দিও না।" বিলাল ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বললেন : মহান আল্লাহর কসম আমি তাদেরকে যেতে বাধা দিব"। বর্ণনাকারী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার তার দিকে উঠে গেলেন এবং তাকে এমন কড়া কথা বললেন যে, এর পূর্বে আমি কখনো তাকে এরূপ কড়া কথা বলতে শুনিনি। তিনি আরো বললেন, "আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি কিনা বলছ, আল্লাহর কসম আমি তাদেরকে বাধা দিব।"[১১] সুতরাং নারীদেরকে মাসজিদে যেতে বাধা প্রদান করা একটি নিন্দনীয় ও গর্হীত কাজ। তাছাড়া ঈদগাহে মেয়েদের উপস্থিতির আবশ্যকতার ব্যাপারে উম্মু 'আতিয়্যাহ্ رضي الله عنها হতে সহীহুল বুখারীতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির দু'আ

«اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল যুবনি ওয়া আউযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিদ্ দুন্ইয়া ওয়া 'আযাবিল কাব্র।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট শারীরিক দুর্বলতা, কৃপণতা, বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট এবং দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের 'আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[১২]

[১১] *সহীহ মুসলিম হা: ১০১৭*
[১২] *সহীহ মুসলিম*